হঠাৎ ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রী রমানাথ বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাকিম খাতন, জেলা হুগলি।

"অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বাচাময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ॥"

কলিকাতা।

১৮নং কাশীপুর ঘাটরোড্ শঙ্কর প্রেসে
শ্রীব্রজগোপাল শেঠ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম মূলভিত্তি। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মতে প্রথম মনুষ্য সৃজনের সময়েই জাতিভেদের প্রথম সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র, এই চারি জাতির পরস্পর অনুলোম, বিলোম বিবাহ হইয়া বহুতর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যে যেমন জাতি তাহা শাস্ত্র, অভিধান এবং পুরাণাদিতে লিখিত আছে। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জাতি বিষয়ে কোন জাতিই কোন পুস্তক লেখেন নাই। কেবল কায়স্থেরা, ক্ষত্রিয় হইবার বাসনায় কায়স্থ-কৌস্তুভ, কায়স্থ সংহিতা, কায়স্থ পুরাণ, কায়স্থ গীতা, দত্তবংশ মালা, কায়স্থকুল-পীযূষ-প্রবাহ ইত্যাদি নানাবিধ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল পুস্তকের দোষ উদ্ঘাটনে কেহই যত্নবান হন নাই, কেবল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কায়স্থ সন্তোপ সংহিতা নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহাতে লিখিয়াছেন যে, কায়স্থেরা যে প্রমাণানুসারে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ করিতেছেন, সেই সকল শাস্ত্রের বচনানুসারে উঁহাদিগকে হীনশূদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তকের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী এবং শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় যথাক্রমে তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফকির বাবু ও শশী বাবু আপনাপন পুস্তকে বহুল কৃত্রিম প্রমাণ যোজনা করিয়া স্বজাতির গৌরববৃদ্ধি এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মনস্তাপের বিষয় এই যে ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই উভয় জাতিকে অনেক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ এবং গোস্বামীদিগকে বিশেষ কটূক্তি ও অন্যান্য জাতি সকলকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হিন্দুসাধারণের শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদিগের প্রতি অকারণ কটূক্তি প্রয়োগ হিন্দু মাত্রেরই অসহনীয়, এই ভাবিয়া আমি তৎ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীরমানাথ বিদ্যারত্ন।

শ্রীশ্রীদুর্গা
জয়তি।

হঠাৎ ক্ষত্রিয়।

—o—

"অন্ধের চক্ষুর্দান" অথবা "কায়স্থসন্দোপসংহিতার প্রতিবাদ" নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "পবিত্র যুক্তির প্রভাবে, বিশেষতঃ শাস্ত্রসঙ্গত বিচারানুসারে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, কায়স্থবর্ণ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের একটি শাখা।"

খণ্ডন। আদি বৃক্ষ হইতে বিস্তৃত হইলে তাহাকে শাখা বলে, এ বিবেচনায় বোধ হইতেছে, যে কায়স্থেরা আদিক্ষত্রিয়ের শাখা হইতে অভিলাষ করিতেছেন। কিন্তু শাখোটক বৃক্ষের শাখাকে কেহই বটের শাখা বলিবেন না। এস্থলে বক্তব্য এই যে ক্ষত্রিয় কর্তৃক শূদ্রাগর্ভে যে উগ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ উগ্র জাতিকে একদিন ক্ষত্রিয় জাতির শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে। কায়স্থেরা শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য কর্তৃক উৎপন্ন, এবিধায় একদিন বৈশ্যের শাখা বলিলে কতকটা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের শাখা বর্ণকব্রাহ্মণ প্রভৃতি, শর্ম্মণঃ উপাধি এবং দশাহাশৌচ, ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের শাখা ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজপুত, বর্ম্মণ এবং ভ্রাতৃবর্ম্মণ উপাধি ও দ্বাদশাহাশৌচ, বৈশ্য বা বৈশ্যের শাখা আগরওয়ালাবণিক, এবং বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট বৈদ্য জাতি, গুপ্ত উপাধি ও পঞ্চদশাহাশৌচ। কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতির শাখা হইত, তাহা হইলে কখনই মাসাশৌচ গ্রহণ করিত না। আরও ব্রাহ্মণ, বর্ণকব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বৈশ্য, বৈদ্য, আগরওয়ালাবণিক প্রভৃতির মধ্যে, ব্রাহ্মণের

সম্পূর্ণ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির মধ্যে যিনি যেমন জাতি তাঁহাদের সেইরূপ বেদ অধিকার রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের-কৃত অভিনব স্মৃতির মতানুসারে কলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই শূদ্রবর্ণ, তাঁহার মতে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ এককালিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই বিষময় শাসনানুসারে বঙ্গের কায়স্থেরা একালপর্য্যন্ত শূদ্রাচারী হইয়া আসিতেছেন।"

খণ্ডন। যদি কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের শাখা যথার্থ হইতেন, তবে কেন শূদ্রাচারী হইবেন? উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নেপাল প্রভৃতি স্থানে সমূহ এবং এতদ্দেশে বৰ্দ্ধমান ও সিঙুর আদি নানাস্থানে কোথাও ৫।৭ ঘর কোথাও ২।৪ ঘর কোনস্থানে বা অধিক সংখ্যক ক্ষত্রিয় রহিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের শাসনানুসারে শূদ্রাচারী না হইলেন কেন? অতএব কায়স্থেরা যদি যথার্থ ক্ষত্রিয়ের শাখা হইতেন, তাহা হইলে কখনই সঙ্করশূদ্র বলিয়া শাস্ত্র ও অভিধানাদিতে প্রমাণ থাকিত না।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "সম্প্রতি কতকগুলি শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানাপন্ন কায়স্থ, রঘুনন্দনের ভ্রম অথবা তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে কায়স্থবর্ণের পুনঃসংস্কার হয়, তাহার উপায় দেখিতেছেন, এই অপরাধে কায়স্থেরা বিস্তর লোকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ কতকগুলি ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিদ্বেষানল ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কায়স্থজাতির ত চিরকালই আধিপত্য আছে, তথাচ ক্ষত্রিয় পদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদিগের সেই আধিপত্য আরও অপ্রতিহত হইবার সম্ভাবনা; এই হিংসায় অপরাপর জাতির মনে বিদ্বেষভাবোদয় হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কায়স্থজাতির পুনঃসংস্কারে ব্রাহ্মণজাতির কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বরং এতদনুষ্ঠান তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে, যেহেতু তখন আর শূদ্রযাজক বলিয়া কাহারও দ্বারা গ্লানি বা অপবাদ সহ্য করিতে হইবে না। তথাচ তাঁহারা কায়স্থ জাতির সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া অন্তর্দ্দাহে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। এ অকারণ গাত্র দাহ কেন? সুধু সুধু জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা ভিন্ন এ গাত্রদাহের আর

কি ফল। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়া, আজি বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের তত মান তত গৌরব হইয়াছে। পশ্চিমপ্রদেশস্থ ব্রাহ্মণের ইহার সিকি মান্যমানও নাই। ব্রাহ্মণদিগের ভিতরে ভিতরে যে এত খলতা ছিল, কায়স্থেরা তাহা একাল পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কায়স্থজাতির পুনঃসংস্কারের প্রমাণ শুনিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আরও দুই একটী জাতির অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাঁরাও ঐ কতিপয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থজাতির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অন্য জাতির কথা কিন্তু ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, ব্রাহ্মণেরা যে এ বিষয়ে কায়স্থের সহায়তা না করিয়া তাঁহাদিগের বিপক্ষতা করিতেছেন, সেইটাই বড় আক্ষেপের বিষয়। কতক সাক্ষাৎ কতক অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই কায়স্থদিগের চিরাশ্রিত, চিরানুগত এবং চিরপ্রতিপালিত। আজি যদি কায়স্থজাতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা শূদ্রপদবাচ্য হয়েন, তবে কালি তাঁহাদিগের মুখে চুণকালি পড়িবে, অথবা লোকে অনলদগ্ধের ন্যায় তাঁহাদিগের মুখকান্তি বিবর্ণ করিয়া দিবে। কায়স্থজাতি যদি যথার্থই শূদ্রবর্ণ হয়, তবে প্রায় বঙ্গের সমুদয় ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ হইতে হয়, কেননা ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের দান গ্রহণ এবং যবনান্ন ভোজন প্রায় তুল্যই কথা। তবে কি বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত একালপর্য্যন্ত কায়স্থদিগের পোষ্য হইয়া আসিতেছেন?"

খণ্ডন। কেবল কায়স্থ জাতির পুনঃসংস্কার অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেই, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্রযাজক অপবাদটি তিরোহিত হইতে পারে না। যেহেতু উগ্র, কায়স্থ, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংশবণিক তৈলি, তাম্বুলি তন্তুবায়, পর্ণকার, মাল্যকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মোদক, এবং নাপীত, প্রভৃতি জাতিদিগের এককালে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে না পারিলে, ব্রাহ্মণের পক্ষ ঐ অপবাদটি মোচন হইবার নহে। কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণের খলতা, বা কায়স্থ সৌভাগ্যে ব্রাহ্মণের অন্তর্দ্দাহ নাই। কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সানুকূল আছেন, ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া, আজিকাল কায়স্থকুল অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়াছেন। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চের সহিত যে পাঁচটী ভারবাহী ভৃত্য আইসে

তাহাদের অত্যন্ত প্রভুভক্তি ছিল, তজ্জন্য ঐ পঞ্চঋষি রাজা আদিশূরকে বলেন যে, আমাদের এই পাঁচজন দাসকে উত্তম জাতির সহিত প্রচলিত করিয়া দাও। মহারাজ আদিশূর ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে, তদ্দেশস্থ শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্য কর্তৃক উৎপন্ন যে করণজাতি ছিল, তাহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন। (পূর্ব্বাপর ঐ করণজাতি দাসত্ব বৃত্তি করিত।) এবং ঐ পঞ্চ ভৃত্য আদিশূরের একান্ত অনুগত থাকায়, উহাদের প্রতি রাজার এবং ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত দয়া হইল। উঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদিকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন; তাহাতে করণবালকেরা উত্তরোত্তর লেখা পড়া শিক্ষা করত রাজসরকারে যথাযোগ্য কার্য্য পাইয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতে লাগিল। যদি কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণের খলতা থাকিত, তাহা হইলে কায়স্থেরা পূর্ব্ববৎ মুটে, মজুর এবং ভারবাহক অবস্থাতেই থাকিতেন। কায়স্থগণ পূর্ব্ব প্রিয় ভৃত্যদিগের বংশোদ্ভব বিবেচনায় ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশের আদিমবাসী পবিত্র সৎ শূদ্রগণ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন অর্থাৎ শূদ্রগণনার স্থলে ব্রাহ্মণের কৃপায়, কায়স্থ অগ্রগণ্য হইয়াছেন। তবে তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণের খলতা কিরূপে হইল? কলির ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ, এক্ষণে সৎশূদ্রের মধ্যে কায়স্থ জাতিতেই অধিক ধনবান ব্যক্তি দেখা যায়; এইজন্য ব্রাহ্মণেরা কায়স্থের নিকট ধন আশায় সতত অনুগত থাকেন। কিন্তু এখনও এমন ব্রাহ্মণ অনেক আছেন যে কায়স্থশূদ্রের ধনগ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের বাটীতে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না। কায়স্থেরা শূদ্রপদবাচ্য হইলে ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণ কেন হইবেন? কায়স্থেরাত চিরকালই শূদ্রপদবাচ্য। "ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের দানগ্রহণ ও যবনান্ন ভোজন তুল্য কথা" কি জন্য হইবে? সৎশূদ্রগণ চিরকাল ব্রাহ্মণের সেবক, তাঁহাদের দানগ্রহণ করিলে, কখনই যবনান্ন ভোজন তুল্য পাপ হইবে না। এ বিষয়ে স্মৃতিবাক্যটী শাসন বাক্য মাত্র। কারণ শাসন থাকিলে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দানগ্রহণ করিবেন না।

"কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করেন বলিয়া বঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের এত মান গৌরব হইয়াছে।" ইহাতে বোধ হইতেছে ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ কায়স্থেরা যখন করণবাচ্য ছিলেন এবং হীনাবস্থায় কালাতিপাত করিতেন,

তখন ব্রাহ্মণদিগের কেহই মান্য করিতেন না। করণেরা কায়স্থপদবাচ্য এবং সভ্য ভব্য ও ধনবান হওয়া অবধি ব্রাহ্মণদিগের মান বৃদ্ধি হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ দিগেরত কোন কালেই মান ছিল না" ইহা কি স্পর্দ্ধার কথা! কলি কি ঘোর হইয়াছে? না, এখনও তাহার বিলম্ব আছে। এখনও ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়মিতরূপে ধারণ করিলে দুঃসাধ্য ব্যাধি সমূহ আরোগ্য হয়। তবে যে শূদ্রের মুখে ব্রাহ্মণের এরূপ অপমানসূচক বাক্য নিঃসৃত হইতেছে, তাহা কেবল উন্মত্তের প্রলাপ বা মাদকতা শক্তির আধিক্য বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।—

(সত্যযুগে) জগৎ পিতা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষে ব্রাহ্মণ পদাঘাত করেন, তাহাতে নারায়ণ ক্রোধান্বিত না হইয়া, ব্রাহ্মণের চরণে যদি বেদনা হইয়া থাকে এ বিবেচনায় তাঁহার পদসেবা করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পঞ্চমুখ ছিলেন, ব্রহ্মশাপে তাঁহার একবদন খসিয়া পড়ে, তদবধি ব্রহ্মা চতুরানন হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র, গৌতম মুনির বাক্যে ভগাঙ্গ হইয়াছিলেন। এমন কি দেবতারাও ব্রাহ্মণকে ভয় করিতেন। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপে কর্ণের নিকট অতিথি হওয়াতে, কর্ণ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন পরে তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী কবচ ও কুণ্ডল অর্পন করেন। ঐ কর্ণই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের নিকট সস্ত্রীক হইয়া আপন পুত্র বৃষকেতুকে করাতে দ্বিখণ্ড করত সেই মাংস আপন হস্তে রন্ধন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পরিতোষার্থ দিয়াছিলেন। সূর্য্যকুলতিলক রঘুরাজা ব্রাহ্মণ বালককে রক্ষার্থে, আপন দেহের প্রায় সমস্ত মাংস স্বহস্তে কাটিয়া ছদ্মবেশী ব্যাঘ্রকে দিয়াছিলেন। চিত্রকেতু রাজার যজ্ঞে, সমবর্ত্ত ঋষি হোতা হইয়াছিলেন, তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া চরুভুক্ দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, চিত্রকেতুদ্বেষী দেবতাগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন না। তদনন্তর মুনিবর ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন, সুরগণ আসিবেন না। সমবর্ত্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া কতকগুলিন হস্তপদ বিশিষ্ট কুশের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া কহিলেন, "এই এক এক কুশের দেহে, এক এক দেবতা, অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতি পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিব।" দেবতারা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ত্বরিত গমনে মুনির নিকট

উপস্থিত হইয়া, অনেক বিনয় বাক্যে ঋষি শ্রেষ্ঠকে সান্ত্বনা করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠীরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত ব্রাহ্মণের চরণ ধৌত করিয়াছিলেন। সমীক পুত্র শৃঙ্গী সপ্তম বর্ষীয়বালক, তাঁহার বাক্যে পরিক্ষীতকে তক্ষকে দংশন করে। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তক্ষক ইন্দ্রের শরণ লইলে, "ইন্দ্র সহিত তক্ষক অগ্নিতে পতিত হউক" বলিয়া, হোতা আহুতি প্রদান করিলেন; তাহাতে তক্ষক দেবরাজ সহিত অগ্নিতে পতিতোন্মুখ হইলে আস্তিক মুনি "তিষ্ঠ" শব্দ উচ্চারণ করায়, তক্ষক আকাশ পথে স্থির ভাবে রহিলেন। অনন্তর আস্তিক মুনি অতিথি হইয়া রাজার নিকট তক্ষককে ভিক্ষা স্বরূপ প্রার্থনা করিলে, মহারাজ জনমেজয় তক্ষককে ভিক্ষা দিয়া যজ্ঞে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। আরও স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছিলেন।—

"বিপ্রপ্রসাদাদ্ধরণীং ধরামি, বিপ্রপ্রসাদাদসুরাঞ্জয়ামি।
বিপ্রপ্রসাদান্মমনাম বিষ্ণুঃ, বিপ্রপ্রসাদাৎ কমলা প্রিয়ামে॥"

ভূদেবব্রাহ্মণগণ সকল বর্ণের গুরু ও সমস্ত জাতির পূজ্য। তবে কাল-সহকারে ইঁহারা বীর্য্যহীন হইয়াছেন, তাহাতেই হীন জাতিরা যে যাহা বলেন সময় গুণে সকলি সহ্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকে ৫ও ও ৫।০ পণ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। "গ্রন্থভেদে এক করণ জাতি, কখন বৈশ্যা মাতা ক্ষত্রিয় পিতা, কখন বৈশ্য পিতা শূদ্রা মাতা, আবার কখন বা সবর্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমরসিংহ স্বীয় অভিধানে ঐ করণ-জাতিকে শূদ্রজ্ঞানে শূদ্রবর্ণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। এস্থলে গ্রন্থ-কারদিগের ইচ্ছাই প্রবল বোধ হইতেছে, নচেৎ তাঁহারা এইরূপ বিসদৃশ মতা-ন্তরগ্রাহী হইবেন কেন? সত্যবাক্য এক ভিন্ন দুই নহে, তথাচ যে মত ভেদ দেখা যায়, সে স্বচ্ছ ইচ্ছাই তাহার একমাত্র কারণ, অথবা গ্রন্থকারদিগের অন-বধানতা ভিন্ন আর কি বলিয়া মনেরে প্রবোধ দিব। শাস্ত্রকারেরা যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে কোন বিষয়ের যথার্থ তথ্য না জানিয়া তদ্বৃত্তান্ত লিখিতে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। শাস্ত্রকর্ত্তারা যদি যথার্থ

সন্ধান অবগত হইয়া করণজাতির উৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেন, তবে কদাচ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইতেন না. তখন বরং সত্যবক্তা বলিয়া আরও অতিরিক্ত শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিতেন। "অহিংসা সত্যবচনং ,সর্ব্বভূত-হিতপ্রদং" । শাস্ত্রের এইরূপ বচনই আছে। মনুসংহিতা অতিপ্রাচীন ও প্রবীণ গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাচ অপরাপর শাস্ত্রবক্তারা তাঁহার অনুকরণ করেন নাই, ইহাতে এই অনুমান হয়, তাঁহারা মনু বাক্যের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তাঁহার মতানুগামী হইতেন। তথাচ ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া স্থির আছে, এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিলাম। সেই ভগবান্ মনুর বাক্যানুসারে করণজাতিকে কায়স্থ না বলিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন একটী সতন্ত্র জাতি বলিয়া স্থির করিলাম, যেহেতু শাস্ত্রে অনুজ্ঞাই আছে বিরোধ বা সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।" ঐ পুস্তকের অপরস্তবকে ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। " ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে। ঐ করণ ও কায়স্থ একজাতীয় হইলেও, কায়স্থেরা শূদ্রাপবাদে দূষিত হইবার যোগ্য নহে। যেহেতু মনু এই করণজাতিকে শূদ্রবলিয়া নিরূপিত করেন নাই। মনুর শ্লোকের মর্ম্মানুসারে করণ জাতি শূদ্রবর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছে। কায়স্থ যদি করণ জাতিও হয়, তথাচ শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে হইবে।"

খণ্ডন। বৈশ্য মাতা ক্ষত্রিয় পিতাতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তারা, মাহিষ্য জাতি উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ জাতি বৈশ্য তুল্য উহাঁদিগের পঞ্চদশ দিবস অশৌচ। শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে যে করণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণভৃত্য পাঁচটী মিশ্রিত হইয়া কায়স্থ উপাধি পাইয়াছে, অতএব ঐ করণের প্রতিশব্দই কায়স্থ। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন যে করণ, তাহারা সৎশূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক অন্ত্যজ শূদ্র হইতেও অধমজাতি।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ ॥ মনু ॥ ১০। ২২।"

"ঝল্লোমল্লোশ্চেতি। ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে। এতান্যপ্যেকস্যৈব নামানি॥
কুল্লু ঃটীকা॥"

দেশভেদে ঐ সাত প্রকার নামমাত্র, উহারা সকলেই একজাতি এবং অন্ত্যজ।

"কিরাতাঃ পুক্কসা মেধাঃ খসাশ্চ করণাঃ কিরাঃ।
নিচ্ছিবা বাহ্লিকাশ্চৈব পুলিন্দা কঙ্করা নগাঃ॥"॥ স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে॥

কিরাত, পুক্কস, মেধস, খস, করণ, কির, নিচ্ছিবি বাহ্লিক, পুলিন্দ, কঙ্কর নগ, প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি বলিয়া পরিচিত॥

"চর্ম্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা। পুলিন্দো মেধ ভল্লশ্চ ঝল্লো-মল্লশ্চ খারকঃ। কুন্দকারঃ কাণ্ডকারো ডোখলো মৃতপস্তথা। কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খসো দ্রবিড় এব চ। চণ্ডালো হড্ডিপশ্চৈব অন্ত্যজাদধমাঃ স্মৃতাঃ।"
পরশুরাম পদ্ধতি॥

চর্ম্মকার, কুরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল,
ঝল্ল, মল্ল, খারক, কুন্দকার, কাণ্ডকার, ডোখল, মৃতপ, কিরাত, নিষাদ, খস, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হাড়ি প্রভৃতি জাতি নিতান্ত অধম॥

অতএব ঐ খসও দ্রবিড় এবং চণ্ডালতুল্য করণজাতিকে স্পর্শ করিলে সৎশূদ্রদিগকে স্নান করিতে হয়॥

এক পুস্তকের মধ্যে ঐ মনুক্ত করণজাতিকে কায়স্থ না বলিয়া স্বতন্ত্র-জাতি স্থির করিলেন, আবার ভাবিলেন যে কায়স্থকৌস্তভাদিপুস্তক কায়স্থ-দিগের ক্ষত্রিয় প্রমাণের প্রধান সম্বল, অতএব ঐ সমুদয় পুস্তকে উক্ত প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে বলিয়া, পুনরায় অপর স্থানে ঐ করণকে শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিলেন।

কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইবার বাসনায় আপনাদিগকে ঐ করণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে অতি অন্ত্যজ জাতি হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ক্ষত্রিয় হইলে সাধারণে পূজ্য হইব ইহা ভাবিয়া, ঐ সকল প্রমাণ গোপন করিয়া ও কত গ্রন্থের শ্লোক পরিবর্ত্তণ করিয়া, ক্ষত্রিয় হইবার জন্য কায়স্থ-কৌস্তভ, কায়স্থ সংহিতা, কায়স্থপুরাণ, ক্ষত্রবংশমালা প্রভৃতি নবনবগ্রন্থ

প্রচার করিয়া কৃত্রিম প্রমাণ দিতেছেন। ক্ষত্রিয় হইলে ব্রাত্য দূষিত হইয়া নীচজাতি হইতে হইবে জানিয়াও ঐ বাসনায় নিবৃত্ত হইতেছেন না।

কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইবার বাসনায় যে সকল পুস্তক রচনা করিতেছেন, প্রাচীন ঋষিদিগের মতে তাহার কোন প্রমাণ পাইতেছেন না বলিয়া শাস্ত্রবক্তারা সত্যপ্রতিজ্ঞ নহেন ও অনবধানতা বশতঃ আপন ইচ্ছাক্রমে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই ফকির বাবুর নিকট শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন নাই এবং অপরাপর শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মনুবচনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় মনুর অনুকরণ কেহই করেন না।—

এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে শাস্ত্রবক্তারা অতি নির্ব্বোধ, কেননা তাঁহারা কায়স্থদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মকায়োদ্ভূত বলেন নাই। যদি তাহা লিখিতেন তাহা হইলে এক্ষণে কায়স্থদিগের নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারিতেন:

মনুর বরাত ভাল যদিও শাস্ত্রবক্তারা কেহই তাঁহার অনুকরণ করেন নাই, কিন্তু ফকির বাবু তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, বোধকরি বসুজা ঐ অনুগ্রহ না করিলে মনুকে নির্ণাম হইতে হইত।—

"সত্য বাক্য একভিন্ন দুই নহে, সেকথা সত্য।" মিথ্যা ঘটনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মতামত উপস্থিত হয়। তদ্বৃত্তান্ত কায়স্থজাতি হইতে বিশেষরূপে প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে। যথা :—

কায়স্থেরা উচ্চজাতি হইবার বাসনায় কায়স্থকৌস্তভাদি অনেক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, "ঝল্ল, মল্ল, করণ প্রভৃতি যে ব্রাত্যক্ষত্রিয়, বঙ্গীয় কায়স্থগণ তদ্বংশোদ্ভব।" কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন "কায়স্থেরা চতুর্বর্ণাতিত ব্রহ্মকায়োদ্ভূত একটি স্বতন্ত্র বর্ণ।" কেহ লিখিয়াছেন "কায়স্থেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে তল্পী বহন করিয়া বঙ্গে আইসে নাই। ব্রহ্ম পিশাচগণ যজ্ঞবিঘ্ন করিত বলিয়া, যজ্ঞ রক্ষার্থে দশরথ তুল্য বীর, পঞ্চকায়স্থকে আদিশূর আনাইয়া ছিলেন।" কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন, "আদিশূর যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পঞ্চ নেতা কায়স্থকে আনাইয়া ছিলেন।" কেহ

লিখিয়াছেন "ঐ ব্রাহ্মণ ভৃত্য পাঁচটী নীচজাতি নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভৃত্যেরা স্নান পানাদির জল আনয়ন করে এবং পাকাদির উদ্যোগ করিয়া দেয়।" কোনস্থানে লিখিয়াছেন, "ঐ ভৃত্য পাঁচটী লিপিবৃত্তিক, তল্পী গাড়ুর ভারবাহী নহে।" কেহ বলিয়াছেন "গঙ্গাগর্ভজাত শান্তনু-নন্দন ভীষ্মদেব কায়স্থ কুলভূষণ।" কেহ লিখিয়াছেন, "কায়স্থের পূর্ব্বাবধি উপবীত ছিল, মোগল বাদসাহাদিগের অধিকার সময়ে, মুসলমানেরা কায়স্থদিগের পৈতা কাড়িয়া লইয়াছিল তদবধি কায়স্থেরা শূদ্রাচারী হইয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন "বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা প্রবল হইয়া কায়স্থের পৈতা কাড়িয়া লওয়া অবধি কায়স্থেরা শূদ্রাচারী হইয়াছেন।" কেহ বলিয়াছেন রঘুনন্দন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে ঐ শাসনানুসারে কায়স্থেরা শূদ্রাচারী হইয়া আসিতেছেন।" কেহ লিখিয়াছেন "পরশুরামের ভয়ে, যে ক্ষত্রিয়েরা উপবীত ত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন, বঙ্গীয় কায়স্থগণ সেই সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের বংশোদ্ভব" কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন "কায়স্থ ব্রহ্মার বাহু হইতে উৎপন্ন।" কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন "ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কায়স্থেরা চতুর্বর্ণাতীত।" ফকির বাবু অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকের কোন স্থানে লিখিয়াছেন, "ঐ ঝল্ল মল্ল করণ প্রভৃতিকে কায়স্থ না বলিয়া অন্য জাতি স্থির করিলাম, আবার ঐ পুস্তকের অপরস্থানে বলিয়াছেন, "ঐ করণ ও কায়স্থ একজাতি হইলেও কায়স্থেরা শূদ্রাপবাদে দূষিত হইতে পারে না।" কোনস্থানে বলিয়াছেন "মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, কায়স্থেরা তেমনি পঞ্চম বর্ণ।" কোনস্থানে লিখিয়াছেন "করণেরা কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকৃত কায়স্থ কি না বলিতে পারি-না।" কোনস্থানে লিখিয়াছেন, "করণ কায়স্থ, মধ্য শ্রেণী কায়স্থ, শূদ্র কায়স্থেন প্রসিদ্ধ এব, ব্রহ্ম কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ।" কোনস্থানে বলিয়াছেন, "কায়স্থেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে দাস হইয়া তল্পী বহন করিতে আইসে নাই. তাঁহারা আদিশূর রাজার যাজ্ঞিক হইয়া দেবতাদিগের পূজা করিয়া ছিলেন এবং যিনি যে দেবতার পূজা করেন তিনি সেই দেবতার মাহাত্ম্য বা আখ্যানুসারে উপাধি

পাইয়াছেন। যিনি অষ্টবসুর পূজা করিলেন, তিনি বসু হইলেন, যিনি অগ্নির পূজা করিলেন তিনি মিত্র ও যিনি ইন্দ্রের পূজা করিলেন তিনি ঘোষ উপাধি পাইলেন।" কোনস্থানে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন "পঞ্চ কায়স্থই নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ করিতে আইসেন, পথে অনাহারে পঞ্চ কায়স্থের কষ্ট হইবে বলিয়া, পাঁচজন বামনকে পাক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে আনিয়া ছিলেন।" কোনস্থানে বলিলেন "ব্রহ্মকায়োদ্ভূত যে চিত্রগুপ্ত তিনিই কায়স্থদিগের আদিপুরুষ।" কোনস্থানে বলিলেন "যে ক্ষত্রিয় সেই কায়স্থ।" কোনস্থানে বলিলেন "কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় জাতির শাখা" কোনস্থানে বলিলেন "মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দশপ্রজাপতির মধ্যে প্রচেতা প্রজাপতি, ইনিই যম, যমের অপর নাম চিত্রগুপ্ত, আর উত্তর নৈষধ চরিত্তের একটি শ্লোক তুলিয়া যমকে কায়স্থ ঘটাইয়া কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক জাতি করিয়াছেন। এস্থলে বলিতে পারি, তবে কায়স্থদিগের একটু ভুল হইতেছে, কেননা প্রেচেতা ব্রাহ্মণ, যদি তাঁহারই বংশোদ্ভব, তবে ক্ষত্রিয় হইতে কেন চেষ্টাকরেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া জনসমাজে সপ্রমাণ হইতে পারেন। একথা বলাও দোষ, যদি বলে ভাল মনে করে দিয়েছে আমরাত ব্রাহ্মণই বটে, তাহা বলা আশ্চর্য্য নহে, বরং না বলাই আশ্চর্য্য।

ব্রাহ্মণও বৈদ্যজাতির গ্লানি করিবার সময় শাস্ত্রের বচন সকল, পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া সম্মান করিলেন, এবং মনুবচন যে সর্ব্বপ্রধান, তাহা অন্যান্য শাস্ত্রবচনে সপ্রমাণ করিলেন, কেবল কায়স্থ বিষয়ক লেখার স্থলে সেই সকল শাস্ত্রবক্তারা অশ্রদ্ধেয় হইলেন, কি আশ্চর্য্য! পাঠক মহাশয় দিগকে দেখাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসুর পুস্তকের শ্লোক কয়েকটি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌক্তং প্রমাণংহিতয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।

শ্রুতি, স্মৃতিও পুরাণের যেস্থলে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে শ্রুতিরই প্রমাণ্য। স্মৃতিও পুরাণের পরস্পর বিরোধ স্থলে স্মৃতিরই প্রমাণ্য। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতি প্রশস্ত, যথা।

নকশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মংস্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥ পরাশরঃ।

বেদের কর্ত্তা নাই, অর্থাৎ বেদ অনাদি। ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন মাত্র। মনু ঐ বেদ হইতে কল্পান্তরে কল্পান্তরে ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন। তথা।

বেদার্থোপ নিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃস্মৃতম্।

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥ বৃহস্পতিঃ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, সেইজন্য সকল প্রকার স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রধান, মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে।

ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।

অচিন্ত্যস্যা প্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎপ্রভো॥ ১॥ ৩॥

যে বেদ বহুশাখায় বিভক্ত হওয়াতে অসীমরূপে প্রতীয়মান এবং মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহার প্রতিপাদ্য ভাগ বুঝাযায় না, কি প্রত্যক্ষ, কি স্মৃত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা অনুমেয়, সেই অপৌরুষেও নিত্য সমগ্র বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত যজ্ঞাদি কার্য্যও ব্রহ্মতত্ত্বের আপনিই অদ্বিতীয় বেত্তা হয়েন। ১। ৩।

পরছিদ্র ধরিবার সময় ঐ সকল ও আর আর শাস্ত্রীয় বচন পুস্তকে বসাইয়া সম্মান করিলেন কেবল কায়স্থ বিষয় লিখিবার সময় শাস্ত্রকারা। ফকির বাবুর নিকট হতাদর হইলেন।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "হিন্দুশাস্ত্রটী ব্রাহ্মণজাতির একায়ত্ত ঐ শাস্ত্রটী তাঁহারা যেন সিদ্ধির ঝুলি করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার কাছে যে যাহা চায় সে তাহাই পায়, শাস্ত্রটী যেন বাঞ্ছাকল্পতরু। ব্রাহ্মণেরা যখন যে জাতির প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তাহাকে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। আবার যখন তাহার প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, তখন তাহাকে চণ্ডালাধম করিয়া রাখিয়াছেন।"

খণ্ডন। সত্যযুগের ঋষিবরেরা অন্তর্যামি ছিলেন এবং ভূতভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন। অতএব তাঁহারা কলিতে করণজাতি, লেখাপড়া শিখিয়া এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ক্ষত্রিয় জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে জানিয়া, কেনযে তাহাদিগকে বেদশাস্ত্র পাঠে অধিকার না দিয়া একায়ত্ত করিয়াছেন ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। শাস্ত্র প্রণয়ন করা

ব্রাহ্মণের নিরূপিত কার্য্য তাহাতে অন্য জাতির অধিকার নাই। তাঁহারা যে জাতির যখন যেরূপ অবস্থা বা ব্যবহার দেখিয়াছেন তাহাদের সেইমত লিখিয়াছেন, যেমন ক্ষত্রিয় জাতিদের মধ্যে যাহারা সংস্কার বিহীন হইয়া ব্রাত্য দূষিত হইয়াছে তাহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি হইতেও অধম জাতি বলিয়াছেন আর অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ হইয়া তাহাতে যেরূপ সন্তান হইয়াছে তাহাদের সেইরূপ লিখিয়াছেন ঐ শাস্ত্র প্রণেতা ঋষি দিগের নিকট পক্ষপাত নাই তবে ইদানীন্তন ঋষিদিগের একটু পক্ষপাতী দেখিতেছি এই "যাহার প্রতি সানুকূল তাহারে শ্রেষ্ঠ, যাহার প্রতি প্রতিকূল তাহারে নিকৃষ্টজাতি করিয়াছেন।" যথা—কান্যকুব্জ হইতে আহূত ব্রাহ্মণদিগের তল্পীবাহক পঞ্চ ভৃত্যকে বঙ্গীয় করণের সহিত মিশ্রিত করত কায়স্থ করিয়া দিয়া শূদ্রশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। আর আচার ভ্রষ্ট বৈশ্য সদ্গোপ জাতির (গুরুর গাড়ু গামছা বহন করে নাই বলিয়া) চাষা উপাধি দিয়া শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "এই বঙ্গরাজ্যের মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি ভিন্ন অপর জাতির দান কি ভোজ্য বস্তু গ্রহণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অতিশয় নিন্দাজনক ও গ্লানিকর বরং কখন কখন গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।"

খণ্ডন। বৈদ্য জাতিরা ব্রাহ্মণের সন্তান, ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বাবধিই তাঁহাদিগের যাজন ক্রিয়া বা দান গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরত (বৈদ্যজাতির) কথাই নাই, কিন্তু সেই কারণ কায়স্থেরা যে তাঁহাদের সঙ্গে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের যাজ্য হইবেন তাহা কখনই মনে স্থান দেওয়া যায় না। কারণ, কায়স্থেরা সঙ্করশূদ্র তাহা শাস্ত্র অভিধান আদিতে সপ্রমাণ রহিয়াছে। অতএব যদি অপরাপর সৎ-শূদ্রগণের দানগ্রহণ বা যাজন করিলে ব্রাহ্মণদিগকে গোময় ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা হইলে কায়স্থের দানগ্রহণ বা যাজন করিলেও তাঁহাদিগকে সেইরূপ দোষে দূষিত না হইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাই নাই।

স্ত্রীষনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥ মনু ১০। ৬।

কুল্লুক ভট্টের টীকার ভাবার্থ। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন ও বৈশ্যহইতে শূদ্রাতে সম্ভূত সন্তান, হীন মাতৃ-গর্ভ হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত মাতৃ হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণা-দির সমান ভাবাপন্ন হইবে না। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত সন্তান মাহিষ্য, বৈশ্যের শূদ্রাজাত সন্তান করণজাতি হইবে। মূর্দ্ধাবসিক্তের বৃত্তি হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষা, মাহিষ্যের বৃত্তি নৃত্য গান গননা, শস্য রক্ষা, পারশব, উগ্র, করণজাতির বৃত্তি তিনবর্ণের শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, নৃপসেবা, দুর্গ, অন্তঃপুর রক্ষা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ জন্মখণ্ডে। জন্মৈকং করণোদ্ভবেৎ বিশ্বৈক-লিপিকর্ত্তাচ তক্ষদাতুর্ধনং হরেৎ॥ কায়স্থনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং নখাদিভিঃ তত্রনাস্তিদয়াতস্য দন্তাভাবেন কেবলং॥ নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তা কৃপাহীনা মহীতলে। হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম। শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থো নৈত বৌ চ তৌ॥

অমর কোষ। করণঃ পুং শূদ্রাবৈশ্যয়োর্জাতো জাতি বিশেষঃ।

ভরত। অয়ং লিখন বৃত্তিঃ কায়স্থ ইতি খ্যাত।

মেদিনী কোষ নামক অভিধানে করণশব্দের (ক্লীবলিঙ্গে) এই সকল অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা, কারণ, কর্ম্ম, ধৌতকরণ, নৃত্যকরণ, সঙ্গীতবিশেষ, ব্যবসায়, চিত্তবিকার, প্রান্তর, দেহ, কেশগুচ্ছ বা লোমগুচ্ছ, বন্ধন, এবং কায়স্থ। পুংলিঙ্গ স্থলে " করণ " শব্দ দ্বারা বৈশ্যপিতা শূদ্রামাতা হইতে উৎপন্ন বংশ বুঝায়।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তেহি স্বজাতয়ঃ অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ। বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোপিবা, বৈশ্যা-শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।

কৃষ্ণ চৈতন্য বসুর, বিরচিত জ্ঞান রত্নাকর পুস্তকে লিখিয়াছেন।

"বৈশ্যশূদ্রা যোগে জন্ম হইল করণ।

মসীজীবী বৃত্তি হৈল সুশীল কারণ॥"

কায়স্থ সন্দোপ সংহিতাতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গোস্বামি মহাশয় লিখিয়াছেন। "কায়স্থ দিগের পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে, সম্প্রতি হাইকোর্টে যে একটি মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গ ও বেহার প্রদেশীয় যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন, তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি। ইলছোবা নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন। বাঁশবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস নাথ সিদ্ধান্ত। আড়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত। (বর্দ্ধমানাধিপতির সভাপণ্ডিত) শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি। বাগুটি নিবাসী শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য। হরিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু শর্ম্মা। নবদ্বীপ নিবাসী স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামান্য শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। ইহাঁদিগের ব্যবস্থানুসারে বরেন্দ্র, উত্তর দক্ষিণ রাঢ়ি বঙ্গজ প্রভৃতি যাবতীয় কায়স্থ শূদ্র ও করণের অন্তর্গত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যে করণ, কায়স্থেরা সেইকরণ হইলে সুতরাং ঝল্ল মল্ল খস প্রভৃতির ন্যায় অপকৃষ্ট জাতি। অমরসিংহোক্ত করণ হইলেও বর্ণসঙ্কর এবং মাতৃজাত হেতু শূদ্র।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা কায়স্থের শূদ্রত্ব জানা যাইতেছে। আর শুনিয়াছি আন্দুলিয়ার রাজার পুত্র কুমার বিজয় কেশব রায়ের বিবাহ কালীন পিতৃ পিতামহাদির নামের সহ বর্ম্মণ শব্দ যোগ করিয়া সংকল্প করানতে, কন্যাকর্ত্তা কলিকাতা নিবাসী বাবু শিব নারায়ণ ঘোষ মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন যে, আমি শূদ্র অতএব আমার কন্যা বর্ম্মণ উপাধিধারী পাত্রে সম্প্রদান করিতে পারি না, যদি উপবীত ও বর্ম্মণ শব্দ পরিত্যাগ করেন তবে আমি বিবাহ দিতে পারি, নতুবা অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিব। এই আপত্তিতে রাজা রাজনারায়ণ, উপবীত ত্যাগ করাইয়া দাস বলাইয়া আপন পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

ঐ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর রাজা রাজ নারায়ণ শিবনারায়ণ ঘোষকে বলেন আপনি কায়স্থের বর্ম্মণ শব্দের প্রতি যে দোষারোপ করিলেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রার্থ জানিলে কখনই ঐ আপত্তি করিতেন না, আমি পণ্ডিত দিগের দ্বারায় নানা গ্রন্থের প্রমাণ মতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় স্থির করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় বলেন, যদি শাস্ত্রাদির প্রমাণ মতে

আপনি বর্ণ্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও এবং সমস্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইব। আপনি যে সকল পণ্ডিতের দ্বারায় এই ব্যবস্থা পাইয়াছেন সেই সকল পণ্ডিতগণকে লইয়া আমার বাটীতে আগমন করিবেন, বিচার করিয়া শূদ্রত্ব ত্যাগ করিব। ঐ উদ্বাহ কার্য্যের কয়েক দিন পরে রাজা রাজনারায়ণ রায়, কাশীর এবং এতদ্দেশীয় কথকগুলি পণ্ডিত সহ উক্ত ঘোষের বাটীতে উপস্থিত হইলে পর বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতগণ তন্ত্র এবং পুরাণাদির প্রমাণ দিয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয় সপ্রমাণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন এবং যে সকল প্রমাণ দিলেন তাহা এক মত হইল না, তাহাতে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইল। পণ্ডিতগণ যে সকল গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণ দিয়া কায়স্থকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার যত্ন পাইতে ছিলেন উক্ত ঘোষ মহাশয় (নিজপক্ষ পণ্ডিতের দ্বারায়) সেই সকল গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে সে শ্লোক নাই। এবিধায় পণ্ডিতগণের চাতুরী জানিতে পারিয়া ঘোষ মহাশয় (কায়স্থকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিতে না পারিলে ছাড়িয়া দিবনা বলিয়া) কারাবাসের ন্যায় ঐ পণ্ডিতগণকে আবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন। উক্ত ঘোষ মহাশয়ের পারিষদ কোন ব্যক্তির সাহায্যে পণ্ডিতগণ পলায়ন করিয়া ছিলেন এবং রাজা রাজনারায়ণও বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া প্রস্থান করেন।

ইতিপূর্ব্বে ঐ রাজা রাজনারায়ণ উপবীত গ্রহণেচ্ছু হওয়ায়, জনাই নিবাসী অভয়চরণ তর্কলঙ্কার মহাশয় সহস্র মুদ্রা পুরস্কার লইয়া " কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণঃ নচশূদ্র কদাচন " এই বচনটী দেন এবং ঐ বাক্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পোষকতা করিয়া কিছু কিছু মুদ্রা গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থা-নুসারে যে সকল কায়স্থগণ উপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইব বলিয়া, আহ্লাদে নৃত্য করিতেছিল, উক্ত ঘোষ মহাশয়ের ঐ মীমাংসা তাহাদিগের সেই আশাতরুমূলে কুঠারাঘাত করিল।

এদিকে জনাই নিবাসী অভয়চরণ তর্কলঙ্কার মহাশয়, মনকষ্টে, কষ্টে শ্রেষ্টে আপন বাটীতে পৌছিয়া দুই এক দিবস পরেই (যাহাদিগের জন্ত চুরি করিলাম তাহারাই বলে চোর) এই বলিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

এই সময়, সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক, বিশ্ববিখ্যাত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন।

"ঘোর কলি, কারেবলি, কে বুঝিবে মর্ম্ম,
বাপদাদা ছিল দাস ছেলে হ'লো বর্ম্ম,.........
কালে কালে চর্ম্মকার হ'য়ে উঠ্‌বে শর্ম্ম।"

শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বস্থ লিখিয়াছেন। "বহুকালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেন রাজারা বৈদ্য জাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে অথবা তাঁহার বেতনভোগী পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের উপদেশানুসারে, ভারত ইতিহাস লেখক মান্যবর মার্সমন সাহেব, তাঁহার বঙ্গেতিহাস গ্রন্থে সেনরাজন্যগণকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, বল্লালসেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই "বল্লালসেন" বৌদ্ধ এই নামে প্রসিদ্ধ হন। লোকে ঐ বৌদ্ধ শব্দ বিকৃতি করিয়া বৈদ্যবলিত, ঐ বিকৃত "বৈদ্য" শব্দটি একালপর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যজাতিরা এই সুযোগ পাইয়া বল্লালসেনের সহিত স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন।" ইত্যাদি।—

খণ্ডন। বৈদ্যরাজ বল্লালসেন দেবিমন্ত্রে উপাসক, তিনি বহুদিবস তপস্যা করিয়া, মহামায়ার সাক্ষাৎ লাভ করত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আর একটী নাম দেবিবর। তিনি দোলদুর্গোৎসব ও যাগ যজ্ঞাদি সর্ব্বদাই করিতেন এবং তাঁহার অনেক শিবস্থাপনা ছিল অতএব তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ভীষ্মদেবকে কায়স্থ কুলভূষণ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে বৈদ্যরাজ বল্লালসেনকে কায়স্থ ঘটাইবেন তাহা অসম্ভব নহে।

ব্রাহ্মন দিগের কুলদীপক গ্রন্থে লেখাআছে।

"অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।—

কবিকণ্ঠহারের এবং শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধরির প্রণীত কুলজীতে লিখিত আছে।—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভবল্লালেন মহীভুজা।"

এই বল্লালসেন ভূপতির যজ্ঞোপবীত ছিল। —যথাঃ —

" শ্রীমন্মল্লানাদ্যস্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি "—ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "সমাগত পঞ্চজন কায়স্থ যে মহদ্বংশীয়ছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ এই, মহারাজ আদিশূর যে যজ্ঞ করেন, তাঁহারা অংশমত ঐ যজ্ঞের যাজ্ঞিক হইয়াছিলেন এবং যিনি যে দেবতার পূজা করিয়া ছিলেন, তিনি সেই দেবতার মহাত্ম্য বা নামানুসারে উপাধি প্রাপ্ত হন। যথা, যিনি অগ্নি দেবতার অর্চ্চনা করেন, তিনি মিত্র হইলেন। যিনি ইন্দ্র দেবতার পূজা করিলেন তিনি ঘোষ ও, যিনি অষ্টবসুর পূজা করিলেন, তিনি বসু হইলেন ইত্যাদি।—

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কায়স্থেরা শূদ্র বা জারজ সন্তানবৎ হীনবংশজাত নহেন, কেননা, তাহা হইলে মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অংশ প্রদান করিতেন না। ইহা ভিন্ন আর একটি কথা এই, মহারাজ আদিশূর যদি বৈদ্যবংশীয় হইতেন, তবে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হইয়াও যজ্ঞের ভাগ পাইবার যোগ্য কদাচ হইতেন না। রাজা আদিত্যশূরের সহিত কায়স্থদিগের স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞের অংশভুক্ হইবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন।

রাজা আদিশূরের পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখিত রহিয়াছে "সশূদ্রান্" অর্থাৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন শূদ্রও পাঠাইয়া দিবেন। এই পত্র খানি কাহারও স্বকঃপোলকল্পিত বলিয়া জ্ঞান হয়, কারণ, একেতো রচনাগুলি প্রাচীন রীতিপদ্ধতি মত নহে, তাহাতে আবার "সশূদ্রান্" এই পদটী বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে এই অনুমান স্থির হইতেছে, কোন কায়স্থ বিদ্বেষ্টা এই পত্র খানি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। রাগ দ্বেষ হিংসার বশীভূত হইলে অনিষ্ট করিবার মানসে লোকে কোন্ অসৎ চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়। যে সময়ে আদিশূর নৃপতি বঙ্গদেশ শাসন করেন, তৎকালিন বঙ্গবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত বেদধর্ম্ম পরায়ণ রাজা আদিশূর পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন স্বজাতীয় কায়স্থ পাঠাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জের মহারাজাকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। সেই সঙ্গে কি পাঁচজন শূদ্রের ও প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই আদিশূর রাজা চাহিয়া পাঠাইয়া ছিলেন? বঙ্গদেশে কি তৎকালীন শূদ্রের অভাব হইয়াছিল, তাই

তিনি কান্যকুব্জ হইতে পত্র লিখিয়া পাঁচজন শূদ্র আনয়ন করিলেন !! । পাঁচজন ব্রাহ্মণের ন্যায় পাঁচজন কায়স্থেরও প্রয়োজন হইয়াছিল বরং একথা বলিলেও শোভা পাইত, এবং যুক্তিসঙ্গতও হইত, যেহেতু রাজা আদিশূর স্বয়ং কায়স্থবংশীয় ছিলেন।

আমরা যদি বলি রাজা আদিশূর স্বজাতীয় পাঁচজন কায়স্থকে আহ্বান করিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন পাচক ব্রাহ্মণকেও পাঠাইবার কথা লিখিয়াছিলেন, যেহেতু পাচক বিনা পথে অনাহারে এই পাঁচজন কায়স্থের কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা ছিল, একথা কি বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? না মুখে তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য? তথাচ একথা একদিন বলিলেও কতক শোভা পাইত, যেহেতু অনেক ব্রাহ্মণই পাককার্য্যে ইচ্ছাক্রমে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহও করিয়া থাকেন। যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও যে পাঁচজন কায়স্থ যজ্ঞার্থে গৌড়রাজ্যে সমাগত হন, তাঁহাদিগের নাম, আগমনীয় বাহন, ও পরিচয়। যথা,—

গো-যানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়াঃ।
গজেদত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃসুধীঃ॥

ইতি কুলপীযুষ প্রবাহধৃত কুলাচার্য্যকারিকা—।

আদিশূরের সমীপে পঞ্চ কায়স্থ মহাত্মাদিগের পরিচয় যেরূপ গৌরবে দিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন করুন।

ঘোষস্য পরিচয়।

সুরভালি কৃতাম্বর একতো।
ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারুরতিঃ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ।
দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবোচার্য্যগতিঃ॥
সচঘোষ কুলাম্বুজ ভাস্করয়ং
প্রবিনেষ্য যশঃ সুরলোক বশঃ।
সততং সুমুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ॥
শরদিন্দু পয়োহম্বুধিকুন্দ যশাঃ।

বসোঃ পরিচয়

বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যাবসু বংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতাগুণার্ণবৈ নিয়তং তেজষিণো ভবন্তুনঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ।

প্রেমঃকুলে।

দশ দিশাং জয়িনাং যশসাজগীবিজয়তে বিভবৈঃ॥

কুলসাগরে।

মিত্রস্যপরিচয়ঃ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ।
প্রমত্ত সত্ত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশুবদ্‌যশঃ॥
প্রতাপতাপনোত্তপ দ্বিষালি যোষিদা লিকো।
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যশো চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকায় দীপকঃ॥

গুহস্য পরিচয়ঃ।

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্‌
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্যপুঞ্জান্বিতো।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূৎ।
সবঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধমান ভঙ্গোরতঃ॥

দত্তস্য পরিচয়ঃ।

অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী
সুদত্ত কুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যংপ্রতো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥

কাঃস্থবিদ্বেষ্টারা আপনার মনেই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন্ না, এরূপ যশঃ কীর্ত্তন কি যৎসামান্য দাসের পক্ষে সঙ্গত হয়? সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশারদ, দশরথ তুল্য বীর, বেদ-বেদান্তে পারদর্শী, পরমার্থনিষ্ঠ, গুরুভক্তি পরায়ণ, প্রজাপালনে রত,

ইত্যাদি মাহাত্ম্য তুল্য ব্যক্তির পরিচয় কিসামান্য দাসের পক্ষে যোগ্যহয় ?"

খণ্ডন। মহারাজা আদিশূর, স্বরাজ্যে যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া, তাঁহার মিত্র কান্যকুব্জ দেশাধিপতিকে পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সংবাদ করিলে তিনি বেদজ্ঞ, ধর্ম্ম পরায়ণ, সুপণ্ডিত, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে, (পাঁচটি ভারবাহী ভৃত্যের সহিত) পাঠাইয়া ছিলেন। যজ্ঞকার্য্য সমাধা হইলে পর, আদিশূর একদিন প্রভুভক্তি পরায়ণ পঞ্চ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের গোত্র ও নাম কি, বল। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন পরিচয় যে রূপে প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই। যথা।—

"যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে, বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ॥
ইতিরাজ্ঞোবচঃ শ্রুত্বা কথয়ন্ গোত্রনামকে।
কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽস্যং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্রনির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্বয়ম্।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ।
বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্য গোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি ভবালয়ে॥

রাজাআদিশূর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শূদ্রপুঙ্গব! তোমাদের গোত্র ও নাম বল এবং তোমরা দ্বিজগণের সঙ্গেই বা কিজন্য আসিয়াছ? রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা একে একে পরিচয় দিয়াছিলেন যে,

কাশ্যপগোত্রজ দক্ষ নামক মহামতিরই দাস আমি। গৌতম গোত্রজ দশরথ নামক বসু। শাণ্ডিল্য গোত্র যিনি ভট্টনারায়ণ, তাঁহার দাস আমি সৌকালিন গোত্র মকরন্দ নামক ঘোষ। ভরদ্বাজ গোত্র যিনি শ্রীহর্ষ মুনি তাঁহার দাস আমি, কাশ্যপ গোত্র বিরাট নামক গুহ। সাবর্ণ গোত্র বেদগর্ভ মুনি যিনি তাঁহার দাস আমি, বিশ্বামিত্র গোত্র আমার নাম কালিদাস মিত্র। বাৎস্য গোত্র ছান্দোড় মহামতি যিনি, আমি মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত ইহাঁদের স্বকার্থে আমরা ভবদীয়ালয়ে আগত হইয়াছি।"

রাজা আদিশূর কায়স্থজাতি নহেন তর্কচ্ছলে যদিও তাঁহাকে কায়স্থ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাচ তিনি উহাদিগকে যজ্ঞের অংশভুক্ যাজ্ঞিক করিয়াছিলেন একথা অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। পূর্ব্বে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদিতে অনেকানেক রাজাদিগের যজ্ঞের কথা পুরাণে লিখিত আছে, তাঁহারা কাহারেও যজ্ঞের অংশমত যাজ্ঞিক করেন নাই এবং করিবার বিধিও নাই, যদি ঐ রীতি পূর্ব্বাপর থাকিত তাহা হইলে এক্ষণেও যে কোন যাগ যজ্ঞাদি হইয়া থাকে তাহাতে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আগমন করেন, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী তল্পীদারদিগকে, সেই কার্য্যের অংশীক করিতে হইত। কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এবং রাজা আদিশূরের সহিত কায়স্থদিগের স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ ছিল এবং কায়স্থেরা, অশ্বে, গজে, এবং নরযানে আসিয়াছিল যাহা লিখিয়াছেন একথা স্বকপোলকল্পিত ও প্রলাপ বাক্য মাত্র আর কায়স্থ কুলপীযুষ প্রবাহধৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে বল প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ আধুনিক পুস্তক খানি কায়স্থ পক্ষীয়, কায়স্থদিগেরই আদরণীয়।

"কায়স্থদিগের সঙ্গে পাঁচজন পাচক ব্রাহ্মণকে পাঠাইবার কথা লিখিয়াছিলেন।" বলিয়া আবার লিখিয়াছেন "একথা কি বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না মুখে উচ্চারণ করিবার যোগ্য"। বলিতে বলিতে লজ্জা হইল কেন? আমি বলিতেছি অবশ্য বিশ্বাস যোগ্য। উহাদিগকে পাক করিয়া খাইতে হয় নাই ঐ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। কেননা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সাধু নিবাসে উপস্থিত হইলে, ভৃত্যেরা গৃহ মার্জ্জনা

করত পাকের উদ্যোগ করিয়া দেয়, এবং তাঁহারা পাক করিয়া ভোজন করিলে ভৃত্য পাতে প্রসাদ পায় এই রীতি চির কাল আছে।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন, "কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচজন দাস বঙ্গে আইসে, তাহারা জাতিতে "কাহার" ছিল।" তদুত্তরে ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "ছিলইবা "কাহার" জাতি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতিহইবে? কায়স্থেরাত আর দাস হইয়া সঙ্গে আইসে নাই। নিমন্ত্রন পত্র পাইয়া যেমন পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তেমনি পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গেও দাস ছিল। কায়স্থের সঙ্গেও দাসছিল।"

খণ্ডন। তোমাদিগের আদিপুরুষ দশরথবসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত, এই পঞ্চজন আমাদিগের আদি পুরুষ পঞ্চ ঋষির সঙ্গে তল্পী বহন ও সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য ভৃত্য ভাবে আসিয়াছিল। তাহারা জাতিতে কাহার কি না, তাহার বিচার গোস্বামী মহাশয়ের সহিত করুণ। ফলতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্রে নিমন্ত্রন পত্র পাইয়া থাকেন, তল্পীদার ভৃত্যেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে পত্র পাইয়া থাকে?

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহায় সম্পত্তি ও বল বরং এক দিন জীবনোপায়ের স্থল বলিলেও দোষ হয়না। অথচ ব্রাহ্মণেরা সেই কায়স্থের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বিধিমতে পাইতেছেন। যাহার স্বভাব ক্রূর, তাহার শরীরে দয়ামায়া নাই, তাহার চিত্ত কিছুতেই কৃতজ্ঞতা রসে মুগ্ধ হয় নাই। এই সময়ে একটি শ্লোক মনে পড়িল। যথা।—

ভ্রাতঃ কোকিলভীতভীত ইবকিং পত্রাবৃতোবর্ত্তসে।
নীচৈঃ পশ্য শরার্পিতকরা ধাবন্তি লুব্ধার্ভকাঃ॥
কাভীতিস্তব যৎ কুহূরিতি যতো বিদ্যমাধুস্যন্দনী।
কিংক্রূরে গুণগৌরবং কিমসতী চিত্তে পতিপ্রেমতা।

একটী কোকিল ব্যাধের ভয়ে পত্র মধ্যে লুকাইতেছিল, এই সময় একটী লোক দেখিয়া বলিল ভ্রাতঃ কোকিল! তুমি পত্র মধ্যে অঙ্গ ঢাকিতেছ

কেন? কোকিল বলিল তুমি দেখিতেছ না একটী ব্যাধ শর হাতে করিয়া ছুটিয়াছে। লোকটী বলিল, তাহারে তোমার ভয় কি? তোমার যে কুহু কুহু স্বর, সেই স্বর শুনিয়াই সে মোহিত হইবে। কোকিল বলিল যাহার স্বভাব ক্রূর, তাহার কাছে গুণের গৌরব কোথায়? অসতী স্ত্রীর চিত্তে পতিপ্রেম কোথায়?

কায়স্থজাতির অদৃষ্টে অবিকল সেই দশা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত কায়স্থেরা "দাস" শব্দটী নামান্তে ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ প্রসন্ন করিতে পারিলেন না। বরং সেই "দাস" শব্দের ছল পাইয়া ক্রমে তাঁহারা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছেন। কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের আদেশ আজ্ঞা ও শাসন বাক্যগুলি চিরকাল মাথায় করিয়া বহন করিতেছেন অথচ খল স্বভাব ব্রাহ্মণেরা সেই কায়স্থ জাতিকে দংশন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না, ছিদ্র নাই, তথাচ ছল কৌশল দ্বারা ছিদ্র ধরিয়া দংশন করিতেছেন। ইত্যাদি।"

খণ্ডন। ব্রাহ্মণের ক্রূরতা নাই; সত্ত্ব গুণের আধার, তাঁহারা যদি ক্রূরই হইতেন, তাহা হইলে ঐ কায়স্থ দাসেরা একাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ হীন অবস্থাতেই থাকিতেন, কদাচই আচার ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি নীতি এত পরিশুদ্ধ হইত না, এবং আজি ক্ষত্রিয়ের শাখা বলিয়া পরিচয় দিবারও পথ থাকিত না। ব্রাহ্মণেরা ধনলুব্ধ হইয়াই কায়স্থের দ্বারে উপনীত হন, নতুবা তাহাদিগকে তোষা-মোদের আবশ্যক কি? ব্রাহ্মণেরা অতি নির্ব্বোধ সেইজন্যই কায়স্থ দিগকে এত স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। যেমন এক মুনির বরে তাঁহার পালিত মুষিক ব্যাঘ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ না হইয়া তাঁহাকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহা সেই রূপ হইয়াছে। কায়স্থেরা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান উন্নতির জন্য নিজে কৃতজ্ঞ না হইয়া কতকগুলি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রতিপালন করিতেছেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরা যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না, এই মর্ম্মব্যথায় একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া অতি কটুকথা বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই।

শূদ্র মাত্রেই ব্রাহ্মণের দাস, এবং শূদ্রজাতির প্রধান উপাধি দাস। যেমন,

ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাধি বর্ম্মা, বৈশ্যের উপাধি গুপ্ত, সেইরূপ শূদ্রের উপাধি দাস। কান্যকুব্জাগত ভৃত্য পাঁচটি বিশেষ ভক্তি সহকারে দ্বিজগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া ছিল, সেইজন্যই ঐ ব্রাহ্মণ-গণ ঐ ভৃত্য দিগকে কায়স্থ করিয়া দিয়া বিশেষ চিহ্নজন্য উহাদিগের আদিতে দাস শব্দটী সংযোগ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অর্থাৎ শূদ্র মাত্রেই নাম ও উপাধির পরে " দাস " বলিবে, এবং কায়স্থেরা নামের পরে ও উপাধির অগ্রে " দাস " উচ্চারণ করিবে। যদি কায়স্থেরা আপন নামের পর "দাস" যোজনা না করে তাহাহইলে কি ব্রাহ্মণের গৌরব লোপ হইবে? এক্ষণেত কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকেই আপন আপন ঘরে বসিয়া দাস শব্দ ত্যাগ করিয়া " মিত্র, বর্ম্মণ " "বসু বর্ম্মণ " বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাই বলিয়াই কি ব্রাহ্মণের সম্মান তিরোহিত হইবে? তাহা কদাচ হইবে না।

"শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মাস্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।

গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" বিষ্ণু পুরাণ।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "বল, বুদ্ধি, সাহস, পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ ইত্যাদি সমুদয় ক্ষত্রির লক্ষণ কায়স্থ সন্তানে জাজ্বল্য-মান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন অস্ত্রে, শাস্ত্রে, যাগ, যজ্ঞে, যুদ্ধে, দানে, পণে ও প্রতি-জ্ঞায় কায়স্থের তুল্য কোন জাতিই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল মহৎ লক্ষণ সম্পন্ন হইয়াও কায়স্থজাতি যদি শূদ্রবর্ণ হয়, তবে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অভিমান করিতে পারে, এরূপ কোন জাতি পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। কায়স্থ কুলোজ্জ্বল উদার চিত্ত ৺রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর, ৺গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, ৺হরনাথ রায়, এই সমস্ত মহা-পুরুষেরা এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর স্বীয় স্বীয় মাতৃ ও পিতৃ শ্রাদ্ধরূপ যজ্ঞ উপলক্ষে যে রূপ দান সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, এই বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সেরূপ দান ধর্ম্মের সমারোহ, অদ্যাপি অন্য কোন জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই।....এতদ্ভিন্ন রাজা রাজ-কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এবং শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ, যাদব কৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁহার স্বর্গাগত পুত্রেরা, ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺রায় কালীনাথ মুন্সী, তস্য ভ্রাতা ৺রায় বৈকুণ্ঠ নাথ মুন্সী, ৺আশুতোষ

দেব, ৺রামরত্ন রায়, কলিকাতার সিংহ বাবুরা ও দত্ত বাবুরা প্রভৃতি সহস্র সহস্র কায়স্থ সন্তানেরা, দেব প্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, দোল, দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি সেবা, অন্নমেরু, ও দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের কন্যাভার গ্রহণাদি নানা বিধ মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে এবং নিত্য নৈমিত্তিক দান ধর্ম্মের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।......তথাচ কতিপয় কুলাঙ্গারেরা প্রধান বংশোদ্ভব কায়স্থ জাতিকে হীনবর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে।”

খণ্ডন। বল, বীর্য্য, পরাক্রম, সাহস ইত্যাদি লক্ষণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান কায়স্থ জাতিতে আছে বলিয়া সঙ্করশূদ্রকায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে না।—সৎক্রিয়া করিলে লোকাচারে সম্মানিত হয়, এবং অন্তে সদ্গতি লাভ করে। ধার্ম্মিক, সৎক্রিয়ান্বিত এবং বলবীর্য্যশালীব্যক্তি সকল জাতিতেই দেখিতে পাওয়া যায়।—যথা

তৈলিকুলোদ্ভব অনারেবল্ কৃষ্ণদাসপাল। মুর্শীদাবাদজেলার অন্তর্গত কাশিমবাজার নিবাসী সুবুদ্ধিমতি, সৎক্রিয়াবতি, পরমধর্ম্মশীলা, মহারাণী স্বর্ণময়ী। রাণাঘাট নিবাসী কৃষ্ণপান্তী ও দে চৌধুরী বাবুরা, মহিয়াড়ী নিবাসী কুণ্ডুচৌধুরী বাবুরা, শ্রীরামপুর নিবাসী দে বাবুরা, বৈদ্যপুর নিবাসী মধুসূদন নন্দী, বারাসত নিবাসী দে বাবুরা, কুমারখালি নিবাসী হরলাল কুণ্ডু, মুরারিধর কুণ্ডু প্রভৃতি।

তাম্বলি কুলোদ্ভব পাতুলসন্ধিপুর নিবাসী পুন্যশ্লোক গোবর্দ্ধন রক্ষিত, ধামাসদেবিপুর নিবাসী চণ্ডীলাল সিংহ, নাটুদহ নিবাসী নফর চন্দ্র পালচৌধুরী, মাহানাদ নিবাসী কর বাবুরা, বরগুল নিবাসী রামধন দে প্রভৃতি।

তন্তুবায় কুলোদ্ভব সোনারোঁদী নিবাসী মহারাজা বনওয়ারী গোবিন্দ জগদিন্দ্র বাহাদুর, কলিকাতা নিবাসী শেঠ ও বসাক বাবু প্রভৃতি।

কংশবণিক কুলোদ্ভব কলিকাতা নিবাসী গুরুচরণ প্রামাণিক, নবদ্বীপ নিবাসী গুরুদাস দাস প্রভৃতি।

গন্ধবণিক কুলোদ্ভব, কীর্ত্তিমান চাঁদ সদাগর, এবং শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতি দেবতুল্য বড় বড় ব্যক্তি ছিলেন।

এক্ষণে ও কলিকাতা নিবাসী গোকুলচন্দ্র দাঁ, শ্রীবাটী নিবাসী চন্দ্র বাবুরা এবং কাটোয়া অঞ্চলে অনেক অনেক পুন্যবান লোক আছেন।

সদ্গোপ কুলোদ্ভব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারাজোলের বর্ত্তমান রাজা মহেন্দ্র নাথ খাঁন বাহাদুর, এই রাজার বহুপুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন এবং নারায়ন গড়ের রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল ও মাহানাদের রাজা চন্দ্রকেতু রায় বাহাদুর, ইহাঁদিগের বহুপুরুষানুক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ঐ রাজারা যাগ যজ্ঞাদি ও দেব দ্বিজ পরায়ণতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। কালনার অন্তর্গত কদম্বা নিবাসী মহাত্মা শীতল রাম সরকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার মাতা একাদশীর পারণার দিবস শতদুগ্ধবতী গাভী ও পাঁচশত মুদ্রা ব্রাহ্মণ গণকে দান করিয়া জলগ্রহণ করিতেন।

হুগলীর অন্তর্গত দিগশুই নিবাসী দেওয়ান ব্রজকিশোর সুর, বৈঁচির কোঙর ও ভেঁপুরের তরফদার দিগের ন্যায় দানশীল, হুগলি জেলার মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। প্রবাদ আছে, দেওয়ান ব্রজকিশোর সুরের মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচমন রজত বিতরিত হইয়াছিল। দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদারের কীর্ত্তিও প্রবল। ফরাশডাঙ্গার মজুমদার গড় প্রভৃতি তাহার পরিচায়ক; ইহাঁদিগের বাটীতে চিরস্থায়ী দশভুজা দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে। বহুকাল গত হইল শ্রীমন্ত উপাখ্যানে সদ্গোপ রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। যথা,—সহর সমিলাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ, তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় করি কৃষি, নিবসে পুরুষ ছয় সাত। আরও ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে রাধামোহন সুর, শঙ্কর নিয়োগী, গোপীমোহন ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি দেওয়ানি করিয়া গিয়াছেন আর চন্দননগর নিবাসী আত্মারাম ঘোস ও গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ, ফরাসডাঙ্গা নিবাসী যাদু দোব, কুমারটুলি নিবাসী বনমালি সরকার, শেয়াখালা নিবাসী দেবনাথ মণ্ডল, পেয়াশাড়া নিবাসী সুরকার বাবুরা, বালি দেওয়ান গঞ্জ নিবাসী ঘোষ বাবুরা, নন্দনপুর নিবাসী রায় বাবুরা, মাধবপুর নিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষ রায়। দ্বারবাসিনী গ্রামে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, দেবদ্বিজপরায়ণ রাজা, বহুপুরুষানুক্রমে রাজ্য শাসন করেন;

ঐ বংশের শেষ রাজা দ্বারপাল নিঃসন্তান হওয়ায় রাজ্য বিলীন হইয়া যায়।

বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী অমরার গড় নামক গড়ে, ভমুক পদরায় ও কাঁকশার গড়ে কনকেশ্বর রায় এবং সিউড়ীর গড়ে সিয়র সিংহ রায়, এই তিন মহাপ্রতাপশালী দেবদ্বিজ প্রিয় পুন্যশ্লোক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজাদিগের আচার, ব্যবহার, বল, বীর্য্য, পরাক্রম, দান, পণ, প্রজাপালন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রতিজ্ঞায় সমস্তই ক্ষত্রিয় তুল্য ছিলেন। উক্ত ভমুকপদরায়ের বহুপূর্ব্ব পুরুষ হইতে রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছেন। ঐ ভমুক পদের পুত্র রাজা মহেন্দ্র নাথ ও ঐ কনকেশ্বর, এবং সিয়র সিংহ, ইহাঁরা সুপ্রণালী রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ঐ রাজাদিগের নিম্ন কয়েক পুরুষ রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন, পরে ঐ তিন রাজ্য যবন হস্তগত হয়। ঐ তিন রাজার বংশোদ্ভবেরা এক্ষণে কোঙর কুলিন বলিয়া বিখ্যাত।

বায়ড়া পরগনার রাজা নরনারায়নের বংশোদ্ভব, পুন্যশ্লোক রণজিত রায়, এই রায়ের বহু সংখ্যক সৈন্য ছিল। তিনি মোগল বাদসাহা দিগের অধিকার সময়ে সেনাপতি পদারূঢ় ছিলেন এবং রাজা রণজিত দেবী সিদ্ধ হইয়া ছিলেন, এমন কি, ঐ রায়ের প্রতি মহামায়ার বর ছিল যে তোমাকে না বলিয়া ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। কিছুকাল পরে ত্যাগ করিবার মানসে বারুণীর দিবসে ভগবতী তাঁহার কন্যার রূপ ধারণ করিয়া ছলক্রমে অনুমতি লইয়া তাঁহারি দীর্ঘীকাতে জলমগ্ন হইয়া জান। এপর্য্যন্ত সেই দির্ঘীকাতে প্রতিবৎসর বারুণীর দিবসে স্নান উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। চট্‌কাবেড়ে নিবাসী মাধবরাম রায় চৌধুরী মুর্শীদাবাদের নবাবের নিকট দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ রাজা লক্ষটাকা বাকীর দায়ে কারারুদ্ধ হওয়াতে, উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় আপন নামে খরচ লেখাইয়া ঐ ব্রাহ্মণ রাজাকে কারাগার হইতে পরিত্রাণ করিয়া দেন, পরে ঐ রাজা লক্ষ টাকা দিতে আসিয়াছিলেন। দান করিয়াছি বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। আর উক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সাধারণের

উপকারার্থে, নব লক্ষটাকা দিয়া ৺ গয়াধামের কর উঠাইয়া নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার দত্ত একটা ঘণ্টা অদ্যাপিও বিষ্ণুমন্দিরে বর্ত্তমান রহিয়াছে,, সেই ঘণ্টার নাম "মাধুয্য ঘণ্টা"।

উক্ত মাধবপুর নিবাসী রায় মহাশয় দিগের মত ইষ্ট নিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মনিরত দৃষ্টিগোচর হয় না ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণের পদধূলি নিত্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন ; আর একটী নিয়ম এই যে দ্বাদশবর্ষীয় বালকেরও পিতৃহীন হইলে তাঁহাকে নিত্য তর্পণ করিতে হইবে। ঐ বাটীতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি রূপ যজ্ঞ উপলক্ষে বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, একদা নবদ্বীপাদির ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, তাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্ম পরায়ণতা এবং দেব দ্বিজ ভক্তিযুক্ত দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া রায় মহাশয় দিগকে শূদ্রমুনি উপাধি দিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথমসময়ে ; লর্ড হেষ্টিংস সাহেবের অধিকারে, নবাবগঞ্জ নিবাসি হরিঘোষ দেওয়ানি পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঐ লাটসাহেব, বেহার বাঙ্গালা উৎকল দেশীয় সমস্ত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্তরাদি নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম প্রচার করিলে অনেক দেশের ব্রাহ্মণগণ হরি বাবুর নিকট আসিয়া নিজদুঃখ জানানায় তিনি বলেন, আপনাদিগের ব্রহ্মত্তর খোলসার বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা পাইব ; পরে তাঁহারই যত্নে—নিষ্কর ভূমির খোলসা প্রার্থনার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তিনি সমস্ত দেশে ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া ব্রহ্মত্তর ভূমির ছাড় দেওয়াইয়া আপন বাটীতে আনিয়া ভোজন করাইয়া এক একটি টাকা দক্ষিণা দিয়া পদধূলি লইয়াছিলেন, তাহাতেই উহাঁদিগের বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি পাওয়া যায়।

উক্ত হরি বাবুর ন্যায় অন্ন ব্যয় করিতে আর কোন দেশের কোন ব্যক্তিই ছিল না। প্রবাদ আছে এই ; যদি কোন ব্যক্তির সদাব্রতের স্থলে, পরিচিত বা অপরিচিত অধিক ব্যক্তি নিয়ত থাকে, তাহাতে লোকে বলিয়া থাকে যে, যেন হরিঘোষের গোয়াল পাইয়াছে।

ঐ হরি বাবুর সাহায্যে যাঁহারা রাজসরকারে কার্য্য লাভ এবং অন্যান্য

বিষয়ে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে কলিকাতা নগরীতে বনিয়াদি বড় লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন আর হরি বাবুর পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, কি আক্ষেপের বিষয়, কালমাহাত্ম্যে ঐরূপ ঘটিয়া থাকে।

আর কেবল ঐসকল জাতি এমন নহে। কৈবর্ত্ত কুলোদ্ভব বাওয়ালী নিবাসী মণ্ডল বাবুরা, এবং কলিকাতা নিবাসিনী সুবুদ্ধিমতি, সাহসীকা, পরম সৎক্রিয়াবতী, রাণী রাসমণি।

পল্লব গোপ কুলোদ্ভব, ঢেঁকুরের গড় নিবাসী কীর্ত্তিমান রাজা ইছাইঘোষ, যে ইছাই ঘোষ ধর্ম্ম পরায়ণ লাউ সেনের যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর নিবাসী দাতারাম মণ্ডল। প্রভৃতি

সুবর্ণ বণিক কুলোদ্ভব, রাজা নর সিংহ রায় বাহাদুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর, রূপনারায়ণ মল্লিক, মতিলাল শীল, মাধবচন্দ্র দত্ত, কানাইলাল দে রায়বাহাদুর, আনরবাটী নিবাসী রামদুলাল দত্ত ও রাধামোহন দত্ত। প্রভৃতি

কপালী কুলোদ্ভব লোলিত মোহন দাস। প্রভৃতি

শুণ্ডি কুলোদ্ভব নবাবগঞ্জ নিবাসী শ্রীধর মণ্ডল, মানকুণ্ডু নিবাসী রামধন খাঁ, পূর্ব্ব দেশীয় ব্রজেন্দ্র কুমার রায়, ভৈরব চন্দ্র রায়, জগচ্চন্দ্র সাহা, জগন্নাথ সাহা ও সনাতন সাহা। প্রভৃতি

বনবিষ্ণুপুর নিবাসী বাগ্দি রাজা গোপাল সিংহ রায় বাহাদুর।—

ঐ সকল জাতিতে বড় বড় ব্যক্তি সকল দোল, দুর্গোৎসব, রাস, অতিথি, সেবা, পুরাণ পাঠ, অন্নমেরু, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধাদি রূপ যজ্ঞ, এবং ব্রাহ্মণকে ভূমি দান, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা ভার গ্রহণ, সাধারণের উপকারার্থে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি মঙ্গলময় ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং বল, বুদ্ধি, পরাক্রম ও সাহসাদি কোন বিষয়েই ন্যূন নহেন। এবিধায় ফকির চাঁদ বসুর যুক্তি মতে ঐ সকল জাতিরাও ক্ষত্রিয় হইতে পারেন।—

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "হঠাৎ প্রভুত্ব পদ পাইবার একটী প্রশস্ত উপায় আছে তদ্‌বৃত্তান্ত এই, জড়বুদ্ধি মূর্খ দিগের সমাজে

বিদ্যাশূন্য ধূর্ত্তেরা ছলনা, প্রতারণা ও কাল্পনিক আড়ম্বর দ্বারা প্রভুত্ব পদলাভে বিলক্ষণ পারদর্শী, হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। ডোম চণ্ডাল গোয়ালা কৈবর্ত্ত বেশ্যা নটী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরা পরকালের কল্যাণের নিমিত্ত বিস্তর নিরেট মুর্খ ও ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকের হস্তে পতিত হয়, এবং মধুমাখা কপট বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে দীক্ষাগুরুর পদে অভিষিক্ত করে। ইহার পূর্ব্বে সেই সকল ছলনা কুশল দীক্ষাগুরুরা অজ্ঞাত কুলশীলের ন্যায় অপরিচিত থাকিয়া যৎসামান্য ব্যবসায় দ্বারা কাল হরণ করিতেন। পাচক, মদক, ধাবক ও পশুরক্ষক প্রভৃতি জাতির জাতীয় ব্যবসায়গুলি যাহারা এক সময়ে একচাটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে ডোম চণ্ডাল হাড়ি মুচি প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির কর্ণে কুহককুহকীর ন্যায় মায়া মন্ত্র ফুৎকার করিয়া রাতারাতির মধ্যে ধিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল আকাট মুর্খের দল চিরপরিচিত ভদ্র সমাজের প্রতি আজিকাল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তদ্বারা নিম্নোক্ত অভ্রান্ত উপদেশপূর্ণ শ্লোকটীর সফলতা সম্পাদন করিতেছে। যথা।—

অবংশে পতিতো রাজা মুর্খবংশে সুপণ্ডিতঃ।

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ।—

এবং উপহার পত্রে" লিখিয়াছেন যে, আজিকাল টোডর ট্যাস ফিরিঙ্গী ও অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির যাজ্যকারীরা, বিশেষতঃ জারজ মহাত্মাদিগের অমৃত যোগ উপস্থিত। হিন্দুরাজারা রাজপদ হারাইয়া হিন্দু জাতিটী বেওয়ারিশি মাল হইয়া পড়িয়াছে, তাই অবসর বুঝিয়া টোডরেরা দুর্জ্জয়ী মোগল জাতির বংশ ধর বলিয়া অভিমান করে, তাই ট্যাস ফিরিঙ্গীরা দুর্ব্বার ইংরাজ জাতির বংশতিলক হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তাই অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় জাতির মন্ত্রদাতা গুরুবংশেরা সৎকুলজাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশের সৃষ্টিধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং সেই জন্যই চির জারজসন্তানেরা বৈশ্য জাতির কুল প্রদীপ হইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।—"

"কায়স্থ প্রতিপক্ষেরা যে বিনাপরাধে কায়স্থ জাতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এত দিনের পর তাহার নিগুঢ় সন্ধান জানিতে

পারিয়াছি। তন্ত্র রত্নাকরের মতে দুরাত্মা ত্রিপুরাসুর, সংহার রূপী শূলহস্ত শিব কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, ঐ পাপাত্মা দৈত্য আপনার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিন অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করে, ও তাহার অনুগত দুষ্টমতি দুরাচার দৈত্যেরা মনুষ্য বেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্ট চেতাঃ ত্রিপুরাসুরের ঐ তিন অবতার-কে ভজনা করিতে লাগিল। দৈত্যেরা চির কালই দেবদ্বেষী, কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তরূপ দেব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং গৌরাঙ্গভক্ত কায়স্থপ্রতিপক্ষেরা যে, দেবাংশ কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে, না করিলে বরং দৈত্যকুলের কলঙ্ক হয়,।

ফকির বাবু স্থলান্তরে গোস্বামিকে "মেষস্বামি" বলিয়াছেন।"

খণ্ডন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া হরি-উপাসনা করেন, তাঁহারা জড়বুদ্ধি ও মূর্খ, আর যাঁহারা গুরু হইয়া শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করেন তাঁহারা অবশ্যই বিদ্যাশূন্য ধূর্ত্ত ও প্রতারক। সেই প্রতারকেরা, ডোম চণ্ডাল হাড়ি মুচি গোয়ালা কৈবর্ত্ত বেশ্যার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন সত্য, কখনই তাহাদের জলস্পর্শ বা তাহাদের প্রদত্ত কোন পাকীয় দ্রব্য ভক্ষণ বা গ্রহণ করেন না এবং তাহাদিগকে জাতিভুক্ত করিয়া লয়েন না। ভদ্র সমাজের পরিচিত ভদ্র মনুষ্যরা সেবিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহেন। যাহারা নাস্তিক ও নির্ব্বোধ, গুরু বাটীতে আসিলে দ্বার রক্ষকের দ্বারায় বলেন এখন সাক্ষাৎ করিবার সময় নাই। যাহারা ইংরাজি খানাতে দিক্ষীত ও বর্দ্ধিত এবং গির্জ্জাতে বসিয়া খ্রীষ্টের ধ্যানে তৎপর, তাহাদিগের নিকট ঐ সকল ব্যক্তিরা অবশ্যই দুষিত হইতে পারেন। আর ঐ সকল গুরু বংশেরা সৎকুলজাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টিধর না হউন, ঐব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের একটি শ্রেণী।

বসুজাকে জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণেরা কি মুর্খ বংশে জন্মিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছেন? ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষেরা কি মুর্খ ছিলেন? কায়স্থেরা যেমন, ভস্ত্রী বহনাদি হীন কার্য্য করিত, ব্রাহ্মণেরা কি সেইরূপ ছিলেন?

জাননা যে বেদ, আগম, দর্শণ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠাদি যাঁহাদের বৃত্তি, যাঁহারা বিজন কাননে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তায় কাল যাপন করিয়াছেন, সেই বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণদিগকে মদোক, ধাবক, পাচক, পশুরক্ষক, বলিতেছ ?

" অনাচারী দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো নতুশূদ্রোজিতেন্দ্রিয়ঃ।

অভক্ষ্যং ভক্ষয়েদ্গাভী শূকরঃ কুশমূলকং ॥ "

অস্যার্থ। ব্রাহ্মণ অনাচারী হইলেও, জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন গাভী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও কুশেরমূল ভোজী শূকর অপেক্ষাও পূজ্য।

" একজাতি র্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।

জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবোহিসঃ।"—মনু॥—৮। ২৭০শ্লোক.

অস্যার্থ। যদি শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণকে কঠোর বাক্য কহে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বা ছেদন রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে যে হেতু পাদরূপ জঘন্য স্থান হইতে উহার জন্ম হয়।

" গামগ্নিং ব্রাহ্মণং শাস্ত্রং কাঞ্চনং সলিলং স্ত্রিয়ঃ।

মাতরং পিতর ঞ্চৈব যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ।

নতেষা মূর্দ্ধগমন মেবমাহ প্রজাপতিঃ। " মৎস্যপুরাণ।

গুরু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র, সুবর্ণ, জল, রমণী, মাতা, পিতাকে যে নরাধমেরা নিন্দাকরে, তাহারা ঊর্দ্ধ লোকে গমন করিতে পারে না। (অর্থাৎ নরকে যায়) ॥

"মাতৃনিন্দা ভৃশং পাপং পিতৃনিন্দা হ্যধোগতিঃ।—

গুরুনিন্দা কুলংদগ্ধং বিপ্রনিন্দা কুলক্ষয়ং ॥ "

অস্যার্থ। মাতার নিন্দা করিলে কি পাপ হয় তাহার সীমা বলা যায় না, পিতার নিন্দা করিলে অন্তে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, গুরুর নিন্দা করিলে অন্তে নরক ভোগ হয়, ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে কুলক্ষয় হয়।

" সুখান্তে দুঃখিতা গাবো দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ।

যশোঽন্তে প্রবলা ভার্য্যা কুলান্তে ব্রাহ্মণো রিপুঃ ॥

অস্যার্থ। সুখের শেষ হইলে গাভী দুঃখিতা হন, দুঃখের শেষ হইলে

পুত্র পণ্ডিত হয়, যশের শেষ হইলে পত্নী প্রবলা হয়, কুলের শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বৈরী হয়।

"গুরুরগ্নি র্দ্বিজাতীণাং, বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং, সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ ॥"

অস্যার্থ। ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, সমস্ত বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ' স্ত্রী জাতির একমাত্র গুরু পতি, অভ্যাগত (অতিথী) সকলে গুরু।

পৃথীব্যাং যানি তীর্থাণি, তানি তীর্থাণি সাগরে।

সসাগরাণি তীর্থাণি, বিপ্রস্য দক্ষিণে পদে ॥

অস্যার্থ। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ সাগরে আছে, সাগর সহিত সমস্ত তীর্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পদে বিদ্যমান আছে।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নমতে ভীষ্ম বলিতেছেন। সৎকুলসম্ভূত, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, বিদ্বান, ব্রাহ্মণের কথাদূরে থাকুক, আমি যদি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণ হইতাম, তাহা হইলেও আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিতাম। অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা তুমিই আমার প্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর। অধিক কি আমি ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ প্রিয়তর জ্ঞান করি, পিতা পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদগণকে সেরূপ জ্ঞান করিনাই। আমি কখন ব্রাহ্মণের অপকার করিনাই। আমি ব্রাহ্মণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অল্প বা অধিকই হউক, যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়াছি, সেই কার্য্য প্রভাবেই আজি শর—শয্যায় শয়ান হইয়াও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র অনুতাপের সঞ্চার হইতেছে না। লোকে আমাকে যে ব্রাহ্মণ প্রিয় বলিয়া আহ্বান করে, আমি সেই বাক্যে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। ফলতঃ ব্রাহ্মণ প্রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পবিত্রতা আর কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণগণের দাস, এই নিমিত্ত অচিরাৎঅনন্ত কালের নিমিত্ত পবিত্র লোক সমুদায় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। এই জীবলোকে স্ত্রীজাতির যেমন পতি সেবাই পরমধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা ও পতিই পরম গতি। সেইরূপ ক্ষত্রিয় কুলের ব্রাহ্মণ সেবাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণই পরম দেবতা ও ব্রাহ্মণ পরমগতি।"

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতদেবকে ত্রিপুরাসুরের অংশ ঘটাইয়াছেন। ঐ গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ গুপ্ত অবতার। দ্বাপরে অবতার হইয়া যে কৃষ্ণ বলরাম ব্রজলীলা করিয়াছিলেন, কলিতে সেই কৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে ও বলরাম নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং গোপেশ্বর মহাদেব অদ্বৈত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভজনা করিয়া অনেকেই মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মহিমা নাস্তিক ও আত্ম—শ্লাঘী ব্যক্তিরা কি জানিবে ?—

গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ।—

বিদ্বেষী ব্যক্তিরা অর্থ করেন এই। গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত, তিনি পূর্ণ বা অংশ নহেন।—

ইহার প্রকৃত অর্থ এই। গৌরাঙ্গঃ ভগবৎভক্তঃ "ন" অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নন, বা অংশও নহেন "পূর্ণ,"।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন।

"কায়স্থেরা শূদ্রপদবাচ্য হইলে, এই বঙ্গভূমিতে কখনই তাঁহারা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির উপর কায়স্থেরা চিরকালই আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। কায়স্থবর্গের আচার ব্যবহার, কি তাঁহাদিগের রীতি নীতি এত বিশুদ্ধ ও পবিত্র যে, তদ্দৃষ্টে কখন কখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকেও লজ্জা পাইতে হয়। এই বঙ্গদেশের মধ্যে কোন ভদ্রগ্রামের পরিচয় জানিতে হইলে লোকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করে "অমুক গ্রামে কায়স্থ ব্রাহ্মণের বসতি আছে কি না." শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের এতই নৈকট্য সম্বন্ধ জানিবেন। এতদ্ভিন্ন কায়স্থ সমাজ ও ব্রাহ্মণ সমাজ ; এই উভয় সমাজের অধিপতি কায়স্থেরাই হইয়া থাকেন, কদাচ কখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে হইতে দেখা যায় না। কায়স্থ দলপতির সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত বড় বড় নাম লব্ধ ব্রাহ্মণেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। কায়স্থ শূদ্রজাতি হইলে, ব্রাহ্মণেরা কখনই তাঁহাদিগের তত স্পর্দ্ধা সহ্য করিতেন না। যদি বল অর্থের বলে হইয়াছে, এই বঙ্গভূমিতে সুবর্ণ বণিক্ প্রভৃতি জাতিরা কায়স্থ অপেক্ষাও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, তথাচ তাঁহারা মানসম্ভ্রমে কি

আভিজাত্যাভিমানে কায়স্থের সমযোগ্য হইতে পারেন নাই, কস্মিন্ কালেও হইতে পারিবেন না। বিস্তর কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম স্থলান্তরে নিবেশিত হইল। অধিকন্তু কায়স্থেরা মন্ত্রদাতাগুরু পর্য্যন্তও হইয়াছেন। আবার বিস্তর কায়স্থ ঠাকুর গোস্বামী ও প্রভু ইত্যাদি উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ।"

খণ্ডন। জমিদার কি বিচারপতি অথবা ধনাঢ্য এবং সৎক্রিয়ান্বিত বা দানশীল হইলে, কেবল কায়স্থ কেন, অন্য সৎশূদ্রেও, প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার এবং পবিত্রতা কায়স্থ প্রভৃতি সকল সৎশূদ্রেই বিদ্যমান আছে। আরও ব্রাহ্মণ সমাজ এবং কায়স্থ সমাজ এই উভয় সমাজের আধিপত্য কায়স্থ ভিন্ন অপরাপর জাতির হস্তেও ন্যস্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারস্থ মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার কথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। বহুদূরদেশস্থ অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার সমাজভুক্ত হইয়া নিশ্চিন্তায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কলিকাতায় বাবু তারকচন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের দলভুক্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রহিয়াছেন। এইরূপ নানাদেশে নানাস্থানে সৎশূদ্রদিগের, সমাজের উপর বিশেষ আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিস্তর কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা ও অনেক ঠাকুর গোস্বামী এবং অনেক ব্যক্তি মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছেন" ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব হইতে গ্রন্থকর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মণের নিরূপিত কার্য্যই ঐ। মধ্যে বৈদ্যজাতিতে গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছিলেন। কায়স্থদিগের পূর্ব্ববিদ্যা এই।—

কুড়্বা কুড়্বা কুড়্বা লিজ্জে,
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে,
কাঠায় কাঠায় ধূলপরিমাণ,
বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ॥
কায়স্থ বালক শুন, সেহাখত সন্ধান,
চারিয়ে গণনা হয় ওরক প্রমাণ।

দীর্ঘ প্রস্থ চারিভাঁজে ওরক ভাঁজিবে,
ষোল কলা ওরক সমান সাজাইবে ॥

ঐবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যাহারা গোমস্তাগিরি বা তহশীলদারি প্রভৃতি কার্য্য করিত, কালক্রমে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাহাতেই এত আস্ফালন করিতেছেন।

"বামন সব্‌নে মূরুক্ হোগে, শূদ্র পড়েহেঁ গীতা,
ঠক ঠকর বঁদ আচ্ছা রেঁাহে. দুখ্. পাণ্ডে পণ্ডিতা,
খান্‌কি সবনে আচ্ছা রেঁাহে সতী রেঁাহে উপবাসী,
ধন্য কলিকাল তেরে তামাসা, দুখ্‌ লাগে আর হাসি ॥" তুলসীদাস

কায়স্থ জাতির মধ্যে এক্ষণে অনেক গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বাল্মিকী বা বেদব্যাস কিম্বা কালিদাসের ন্যায় গ্রন্থকর্ত্তা বলা যাইবে না। ঠাকুর গোস্বামী বা মন্ত্র দাতা গুরু আছেন বলিয়া, সভাকর ভট্টাচার্য্য বা খড়দহের গোস্বামী বা ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়দের তুল্য কখনই সম্মান পাইবেন না। সদ্গোপ কুলোদ্ভব ঘোষ পাড়া নিবাসী বিখ্যাত ঘোষ ঠাকুর দিগের অসংখ্য মন্ত্র শিষ্য আছে। দ্বিজাতি এবং কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্র জাতিরা উক্ত ঘোষ ঠাকুর দিগের নিকটে মন্ত্র লইয়া দীক্ষিত হয়, এমন কি শিষ্যেরা পুষ্প চন্দন লইয়া ঘোষ ঠাকুর দিগের চরণ পূজা করে, এবং ঘোষ ঠাকুরের প্রসাদি অন্ন ব্যঞ্জন পরমানন্দে মহাপ্রসাদ বলিয়া ভোজন করে, সেই কারণে কি সদ্গোপ জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিব? না, গোস্বামীর মত বিবেচনা করিব?।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন।

"বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতোদ্বিজঃ।
একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥
হরেনৈর্বেদ্যভোগিনো ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ॥
শবদাহীচ শূদ্রাণাং যোবিপ্রো বৃষলীপতিঃ।
শূদ্রাণাং সূপকারীচ শূদ্রযাজীচ যো দ্বিজঃ॥
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ॥

যো বিপ্রোঽবীরান্নভোজী ঋতুস্নাতান্নভোজকঃ।
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ॥
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥... ...
সূর্য্যোদয়েচ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজীচ যোদ্বিজঃ।
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ" ॥

এতদ্ভিন্ন মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক পুস্তকে তুলিয়া শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন।—

"উপরি উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই পাঠকের মনে নিশ্চয় প্রতীত হইবে যে, ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি যেরূপ শাসন বাক্য কথিত হইয়াছে, তদনুসারে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণেরা, ব্রাহ্মণের মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব কায়স্থজাতি যদি যথার্থই শূদ্রপদবাচ্য হইতেন তবে আবহমান কাল হইতে তাঁহাদিগের দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া সৎব্রাহ্মণেরা কখনই করিতেন না।"

খণ্ডন। যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। তবে কাল মাহাত্ম্যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। যদিও কলির শাসনে মানবের অন্নগত প্রাণ হওয়ায়, জীবন নির্ব্বাহের জন্য অনেক ব্রাহ্মণকে শূদ্রানুগত হইয়া দিনযাপন করিতে হয়, তা বলিয়া সকল ব্রাহ্মণ ঐ দোষে লিপ্ত হইবেন এমন নহে। যদিও কলি প্রবল হইয়া জাতীয় ধর্ম্মলোপ হইতেছে কিন্তু এক্ষণেও এমন ব্রাহ্মণ অনেক আছেন যে কায়স্থাদি শূদ্রের বাটীতে গমন করেন না এবং বিষ্ণুপূজা ও ত্রিসন্ধ্যাদি শাস্ত্রীয় সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।—

বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বা তত্তুল্য রাজপুত এবং বৈশ্য বা তৎসমকক্ষ জাতি কোন কোন স্থানে অল্প সংখ্যক আছেন, তাঁহাদের যাজনাদি করিয়া সকল ব্রাহ্মণের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় নাই, তজ্জন্যই কায়স্থাদি সঙ্কর শূদ্রের অনুগত হইতে হইয়াছে।—

কালের মাহাত্ম্য কি ভয়ানক, যে ব্রাহ্মণেরা কায়স্থাদির যাজ্য

ক্রিয়া করিয়া শূদ্রযাজক হইয়াছেন, সেই কায়স্থেরা বড় জাতি হইব বলিয়া উন্মত্ত হইয়া শূদ্র যাজক বলিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর দিগের গ্লানি অর্থাৎ দোষারোপ করত অবজ্ঞা করিতেছেন কি অক্ষেপের বিষয়।

যদি শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মধ্যেই পরিগণিত নহেন, তবে কায়স্থাদি সঙ্কর শূদ্রেরা কোন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিবেন? বা কোন ব্রাহ্মণের দ্বারায় যাজন কার্য্য করাইবেন? অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ আদি শূদ্র দিগকে স্পর্শ করেন না এবং করিবেন না, যদি কেহ অর্থ লোভী হইয়া কায়স্থের যাজন করেন তবে তিনিও শূদ্রযাজক হইয়া পড়িবেন।

সৎব্রাহ্মণেরা, যেমন কায়স্থের দানগ্রহণ ও যাজনাদি করেন; সেই রূপ উগ্র, গন্ধবণিক, তৈলি, তাম্বুলি, এবং তন্তুবায় প্রভৃতিরও দানগ্রহণ ও যাজন করিয়া থাকেন। কায়স্থেরা কি শূদ্র নন? শূদ্রাবৈশ্যজাতসঙ্কর শূদ্র বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্ত মাসেচয়েত্তৈলং বক্তে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥ মনু ৮।২৭২।

যদি শূদ্র দর্প করিয়া দ্বিজাতিকে, 'তোমাদিগের এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়,' এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন ॥ মনু। ৮। ২৭২।

পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদন মর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদন মর্হতি। মনু ৮। ২৮০।

শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত তোলে অথবা পদ তোলে, হস্তের উত্তোলনে হস্তচ্ছেদন, পদোত্তোলনে পাদচ্ছেদন দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ৮। ২৮০।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন। "কায়স্থ যদি প্রকৃত শূদ্রবর্ণ হইত, তবে তাহাদিগের দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া করিবার প্রথা সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের মধ্যে কদাচ প্রচলিত হইত না, এ প্রথা আজি নুতন নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটী ব্রাহ্মণ সন্তান কিঞ্চিৎ অর্থ সম্পন্ন হইলে "আমি

অশূদ্র প্রতিগ্রাহী'' এই ছল করিয়া কায়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন না সত্য, কিন্তু হয়ত তাঁহার পূর্ব্বতন ৫। ৭। ১০ পুরুষ কায়স্থের যজন যাজন করিয়া স্বপরিবারের উদরান্নের সংস্থান করিতেন।

আজিকাল ঐরূপ দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ সন্তান শূদ্রজ্ঞানে (ভ্রম বশতঃ) কায়স্থের দান কি তাহার যাজন বৃত্তি গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু তাহারা কায়স্থ যাজক ব্রাহ্মণকে পতিত জ্ঞান করেন না, তাহার সহিত আহার ব্যবহার কি আদান প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই, এবং সে জন্য ব্রাহ্মণ সমাজে নিন্দিত হইতেও হয় না, কি পতিত জ্ঞানে প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হয় না। কায়স্থ জাতি শূদ্রবর্ণ হইলে, কায়স্থ যাজক ও কায়স্থ দান প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা হাড়ী, ডোম, চণ্ডাল, গয়লা ও বেশ্যা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির যাজক ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রাত্য বা পতিত শব্দে অভিহিত হইতেন। অন্ত্যজ জাতির ব্রাহ্মণের জল আচরণীয় নহে। যাঁহারা কায়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের একটী কুসংস্কার আছে যে, কায়স্থ শূদ্রজাতীয়, এই কুসংস্কারটী দুই একটি অশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।" ইত্যাদি।

খণ্ডন। এতদ্দেশে উগ্র, কায়স্থ, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক এবং তৈলি, তাম্বুলি, তন্তুবায়, পর্ণকার মাল্যকার, কর্ম্মকার কুম্ভকার, মোদক, নাপীত প্রভৃতি সৎশূদ্র সমূহের বাস, তাহাতে সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ, কায়স্থাদি ঐ সকল শূদ্রজাতির আবহমান যাজন করিয়া আসিতেছেন। ঐ কায়স্থ আদি জাতি গুলিন অসৎশূদ্র হইলে ঐ সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণগণ, হীনজাতিদিগের যাজক ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত হইতেন।—

"অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থকে শূদ্রজ্ঞান করেন,' তাহা কদাচই ভ্রমনহে এবং তাঁহারা অশাস্ত্রদর্শীও নহেন, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের যাজন করিলে হীনভাব হইতে হয় শাস্ত্রীয় বচনে ব্যবস্থা আছে সে কেবল শাসন বাক্য, শাসন থাকিলে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রেরযাজন করিবেন না, কিন্তু আপৎকালে ব্রাহ্মণ নিন্দিতের অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ করিতে পারেন তাহা মনুর ১০ অধ্যায় ১০২। ১০৩। ১০৯ শ্লোকে প্রমাণ।

শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে যদি সমস্ত ব্রাহ্মণ এক বাক্য হইয়া শূদ্রের যাজন নাকরেন, তাহা হইলে কায়স্থাদি শূদ্রজাতি দিগের কি উপায় হইবে? তখন কি "বসু বর্ম্মা" "মিত্র বর্ম্মারা" ধর্ম্ম পণ্ডিত আনাইয়া ক্রিয়াদি করিবেন?—

"দেশকালজাত ব্যবহার করিবে।" যস্মিন্ দেশে যদাচার, এতদ্দেশে শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের সহিত কোন কোনস্থানে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে অশূদ্র প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজক বা ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষে, যে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি শূদ্রের বাটীতে গমন করেন তাঁহাদিগের সহিত আদান প্রদান করেন নাই এবং পংক্তিতে বসিতেও দেন নাই এমন কি ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী হইলে তাহার মৃত দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত করেন নাই। আর এখনও এমন ব্রাহ্মণ অনেক আছেন যে (কায়স্থাদি) শূদ্রের বাটী হইতে নিমন্ত্রণের পত্রিকা আসিয়াছে, শুনিলে কর্ণে হস্তার্পণ করেন।—

দেশে শস্যহীন হইয়া দুর্ভিক্ষ হইলে জঠর যন্ত্রণায় জীবন রক্ষার্থে যেমন হীনাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ কোনকষ্টে পড়িয়া জীবন নির্ব্বাহের জন্য যদি কখন কায়স্থাদির দান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া যে তাঁহার বংশোদ্ভবেরা কায়স্থাদি শূদ্রের দানগ্রহণ করিবেন তাহা সম্ভব নহে।

"সর্ব্বতঃপ্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ংগতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতী ত্যেতৎ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে।" মনু ১০।১০২

আপদ্‌গ্রস্ত ব্রাহ্মণ নিন্দিত, নিন্দিততর, নিন্দিততমের নিকট ক্রমে প্রতিগ্রহ করিলে দোষী হন না, যেমত অতি পবিত্র গঙ্গা প্রভৃতির জল অপবিত্র রথ্যোদকে কদাচ অপবিত্র হয় না। মনু ১০। ১০২।

"নাধ্যাপনাদযাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বাপ্রতিগ্রহাৎ।
দোষোভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমাহিতে।" মনু ১০।১০৩।

আপৎকালে গর্হিতের অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের কোন দোষ হয় না, যে হেতু ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ অগ্নি ও জলের ন্যায় পবিত্র হন মনু ১০। ১০৩।

"প্রতিগ্রহাদ্ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনা দপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্যবিপ্রস্য গর্হিতঃ।" মনু ১০।১০৯।

নিন্দিতের অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ, এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ অতি নিকৃষ্ট। তাৎপর্য্য নিন্দিতের অধ্যাপন ও যাজন বরং প্রথমে করিবে, তাহাতে বৃত্তি না হইলে উহা হইতে প্রতিগ্রহ করিবে। মনু। ১০।১০৯।

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকের ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

" সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধি।
ক্ষণংধ্যানাস্থিত স্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী।
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রাহ্মণাতীন্দ্রিয় জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্‌সবৈ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে॥
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থ ভুবিসন্তিবৈ॥ পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে॥

এইসকল শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, মসীপাত্র এবং লেখনী হস্তে করিয়া ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে সুন্দর একপুরুষ বিনির্গত হইলেন, ব্রহ্মা তৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ঐ পুরুষ প্রাণীদিগের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত নামধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে নিরূপিত হইলেন। ঐ ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়া ছিলেন, এইহেতু ব্রাহ্মণেরা ভোজন এবং পূজাকালিন ঐপুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। সেইপুরুষ ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া কায়স্থ নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐপুরুষ হইতে উদ্ভব কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন"।

"কায়স্থোৎপত্তয়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ত্বয়এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরাবিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥

মুখতোহস্য দ্বিজাজাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা।
মহাভীমোমহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ।।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা ॥"

ইত্যাদি পদ্মপুরাণ।

হে মহামুনে! কায়স্থোৎপত্তি যেরূপে হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অব্যক্ত পুরুষ প্রধান লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে প্রকারে কায়স্থের সৃষ্টি করিলেন তাহা কহি।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। ঐ ক্ষত্রিয় পুরুষ মহাবলবান, মহাবাহু, কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মচক্ষু, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরঃ, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তাঁহার মুখশ্রী, হস্তে লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র। এই পুরুষ নীলবর্ণ আভা ধারণ করত বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়া চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন, এবং লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারার্থে যমালয়ে অবস্থিতি করিলেন।"

বিরাটস্য ধ্যানং।

"মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্ব্বেদি চতুর্ম্মুখং।
রবিশশি বহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলং ॥
গজসংখ্যা ভূমিপতির্ব্বাহুরূপং বিরাজিতং।
বামে চর্ম্মমস্যাধ্যারং পুস্তকং পাশধারণং ॥
দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড্গাঞ্চ গদাশূলঞ্চ লেখনীং।
পার্শ্বয়োর্ব্বৈশ্য জাতিস্তু ধনধান্য সমন্বিতং।
পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্তু সেবাধর্ম্ম পরায়ণং।
পশ্বাদিজীব সর্ব্বেষাং রোমরূপেণ রাজিতং ॥
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বামোক্ষ মবাপ্নুয়াৎ।"

ইতি বিরাট সংহিতায়াং ॥

চতুর্ব্বেদবক্তা চতুর্ম্মুখ পুরুষের আস্যদেশ ব্রাহ্মণ স্বরূপ, রবি শশী ও

বহ্নির তেজস্বারা তাঁহার নয়নের উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার বাহুদ্বয়তে অষ্ট সংখ্যক ভূমিপতি বিরাজমান রহিয়াছেন, চর্ম্ম, মস্যাধার, পুস্তক ও পাশাস্ত্র তাঁহার বামহস্তে ধৃত রহিয়াছে। তীক্ষ্ণ গদা [illegible] শূল ও লেখনী তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিরাজ করিতেছে, ধন [illegible] সম্পন্ন বৈশ্য জাতি পার্শ্বদ্বয়ে বাস করিতেছে, সেবা ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রজাতি তাঁহার পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং পশ্বাদি যাবতীয় জীব রোমকূপে তাঁহার সর্ব্ব কায়াতে বিরাজিত রহিয়াছে। এই বিরাট পুরুষের ধ্যান করিয়া মানব মুক্তিলাভ করিবে।

বিরাট পুরুষের এই ধ্যান দ্বারা কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের অভেদ লক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, যেহেতু লেখনী মস্যাধার ও পুস্তক এই সকল কায়স্থ প্রতিবোধক নিদর্শন, এবং অসি, চর্ম্ম, শূল, গদা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়-জাতি বিজ্ঞাপক চিহ্ন, অতএব যখন এই উভয় শ্রেণী জ্ঞাপক চিহ্ন সকল বিরাট পুরুষের হস্তের ভূষণ হইয়াছে, তখন অবশ্যই এই যুক্তি স্থির করিতে হইবে যে ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, অর্থাৎ যে কায়স্থ সেই ক্ষত্রিয়।

"মরীচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতং।
প্রচেতসংবশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুংনারদমেব চ॥" মনু ১। ৩৫।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, অর্থাৎ পিতৃপতি যম, চিত্রগুপ্ত (যমের অপর নাম) বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন প্রজাপতি॥"—

খণ্ডন। পদ্মপুরাণের ঐ শ্লোক যথার্থ কি না জানিবার জন্য, সংস্কৃত মূল পুস্তক সকল অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু ঐ শ্লোক প্রাপ্ত হইলাম না। কেবল সার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত আছে। "কিন্তু তাহার সহিত ঐ বচনের অনৈক্য হইতেছে, যথা "ব্রহ্মকা-য়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ জাতি রুচ্যতে।" ফকিরচাঁদ বাবু "জাতিরুচ্যতে" স্থানে "বর্ণউচ্যতে" করিয়াছেন মাত্র।

বেদব্যাস প্রণীত কোন পদ্মপুরাণের যে শ্লোক নাই তাহা কায়স্থদিগের পুস্তকে কোথা হইতে আসিল। কায়স্থদিগকে ব্রহ্মকায়োদ্ভূত প্রমাণ

করিবার জন্য আর কোন ঋষি অন্যরকম পদ্মপুরাণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন কি ?

আন্দুল নিবাসী রাজা রাজ নারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার বৈবাহিক কলিকাতা নিবাসি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সহিত উভয় পক্ষের কতকগুলি পণ্ডিত সহ, কায়স্থকে ক্ষত্রিয় প্রমাণ জন্য বিচার করেন, তাহাতে উক্ত রাজার পক্ষ হইতে পদ্ম পুরাণ প্রভৃতির যে প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন তাহা কৃত্রিম বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

"বিরাট পুরুষের ধ্যানে। তাঁহার বামহস্তে চর্ম্ম মস্যাধার পুস্তক ও পাশাস্ত্র, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে খড়্গগদা শূল লেখনী। পুস্তক মস্যাধার লেখনী কায়স্থের প্রতিবোধক আর অসিচর্ম্ম শূল গদা ক্ষত্রিয় চিহ্ন। উভয় শ্রেণীর জ্ঞাপক চিহ্ন বিরাট পুরুষের হস্তের ভূষণ হইয়াছে, তখন অবশ্যই স্থির করিতে হইবে ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই।"

মস্যাধার লেখনিতে কি কেবল কায়স্থের লক্ষণ বুঝাইবে ? তাহা কদাচ নহে। ব্রাহ্মণ, বেদশাস্ত্র পুরাণাদি ও ক্ষত্রিয়েরা রাজ কার্য্যাদির এবং বৈশ্যেরা চাষ বাণিজ্যাদির, লেখাপড়া করেন; তাঁহাদেরও মস্যাধার লেখনীতে প্রয়োজন ও অধিকার। বিরাট পুরুষের হস্তস্থিত চিহ্ন সকল ক্ষত্রিয় পুরুষের লক্ষণ, তাহাতে কায়স্থের সহিত কোন সংশ্রব নাই। যদি ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের প্রভেদ না থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে কায়স্থ দিগের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কার্য্য চলিয়া আসিত ক্ষত্রিয় দিগের বেদ পাঠ করিতে ও প্রণব উচ্চারণে এবং হোমাদি কার্য্যে অধিকার আর উপনয়ন সংস্কার দ্বাদশাশৌচ প্রভৃতি সমস্ত দ্বিজাতি লক্ষণ রহিয়াছে, কায়স্থ দিগের ইষ্ট দেবতার মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রে অধিকার নাই এবং উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাতি, কায়স্থেরা চাকরের জাতি, অতএব ক্ষত্রিয় কায়স্থ এক জাতি কিরূপে বলা যাইবে ?

মনুর ১ম অধ্যায় ৩৫ শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহাতে কেবল মরীচি প্রভৃতি দশজন প্রজাপতির নাম আছে। ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন, প্রচেতা অর্থাৎ যম, চিত্রগুপ্ত; যে কথা মূলে নাই ব্যাখ্যাতে কোথা হইতে আসিল, আর চিত্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় ঘটাইতেছেন, প্রচেতা কি রূপে চিত্রগুপ্ত

হইবেন? প্রচেতা প্রভৃতি ঐ দশ প্রজাপতি ব্রাহ্মণ, ইহাঁরা দশজনই ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই, বাহু হইতে বা সর্ব্বকায় হইতে উৎপন্ন হন নাই।

যমের একটি নাম চিত্রগুপ্ত, সেই যম সূর্য্যের পুত্র আর তাঁহার সচিব যে চিত্রগুপ্ত তিনি, ব্রহ্মার চরণোৎপন্ন শূদ্রের বংশোদ্ভব, এই উভয় চিত্রগুপ্তের মধ্যে কেহই প্রচেতা নহেন। যদি ঐ প্রজাপতিই চিত্রগুপ্ত হন, এবং কায়স্থেরা যদি ঐ (চিত্রগুপ্ত) প্রচেতার বংশোদ্ভব হয়, তাহা হইলে কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু ২৷৶০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। "কায়স্থ জাতি যদি হীনত্ব দোষে দূষিত হইত, তবে পরাশর, ব্যাস ও মনু প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রের আদি প্রণেতারা স্ব স্ব প্রণীত প্রাচীন মূল গ্রন্থে কায়স্থকে হীন জাতি বলিয়া অবশ্য কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তন করা দূরে থাকুক সেই সকল ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মর্ষিদিগের প্রণীত পুর্ব্বকালীন গ্রন্থে কায়স্থের নাম মাত্রের উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ মনু তাঁহার সর্ব্বত্র সমাদরণীয় তত প্রসিদ্ধ সংহিতায় এক একটি করিয়া সমুদায়ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যে জাতি যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু কায়স্থ জাতির নামোল্লেখওকরেন নাই।"

খণ্ডন। পাঠকগণ দেখুন, ফকির চাঁদ বসু নিজমুখে অকপট চিত্তে স্বীকার করিলেন, ব্রহ্মর্ষি দিগের প্রণীত গ্রন্থে কায়স্থের নাম মাত্রের উল্লেখ নাই, তাহার পর ২৸০ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্ম পুরাণ, আপস্তম্ভশাখা, বিজ্ঞান তন্ত্র, বিরাট সংহিতা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির দোহাই দিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই কৃত্রিম হইতেছে। অন্যায় কার্য্য করিলে ধর্ম্মই প্রকাশ করিয়া দেন। এই স্থানে ঐকটি কথা মনে পড়িল। একটি তস্কর রাত্র শেষে, কোন গৃহস্থের কতক গুলি জিনিস অপহরণ করিয়া; প্রভাত হইয়া পড়াতে, শব বন্ধনের ন্যায় বন্ধন করিয়া মাথায় লইয়া, 'বাপ্ মলরে বাপ্'' এই বলিয়া গমন করিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে একব্যক্তি গমন করিতেছিল, সে

দেখিতে পাইল একটা গাড়ুর নল বাহির হইয়া রহিয়াছে। তস্কর পুনরায় যখন বলিল "বাপ মলরে বাপ," তখন ঐ ব্যক্তি কহিল "গাড়ুর নলটা ঢাক্।" সেইরূপ কায়স্থদিগের পক্ষে এইস্থানে ঘটিল।—

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন।—

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণাণাং যথাবদনু পূর্ব্বশঃ।
অন্তর প্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তু মর্হসি। ১।২।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকার মর্ম্মার্থ। ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে গর্দ্দভীর সহিত অশ্বের সংযোগে অশ্বতর (খচ্চর) যেরূপ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিজাতীয় মৈথুন সম্ভূত অম্বষ্ঠ, করণ, ক্ষত্তৃ প্রভৃতি অনুলোম প্রতিলোম জাত বর্ণসঙ্কর জাতির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম আপনি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন।—বৈদ্যেরা আপন মুখে অভিমান করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা অম্বষ্ঠ কুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাত্মা মনুরমতে বিজাতীয় মৈথুন জাত ঐ অম্বষ্ঠ কুল খচ্চর জাতির ন্যায় বর্ণ সঙ্কর। অতএব বৈদ্য জাতিরা যে বর্ণ সঙ্কর তাহা উক্ত বচন প্রমাণে প্রত্যক্ষ রূপে সিদ্ধ হইল।"

খণ্ডন। ঐ শ্লোকের মর্ম্মে অম্বষ্ঠ, করণ, ক্ষত্তৃ প্রভৃতি অনুলোম বিলোমজাত জাতি মাত্রকেই খচ্চরবৎ বলিতেছেন, তাহাতে শূদ্রা বৈশ্য জাত করণ কায়স্থেরা ও তদ্রূপ হইতেছেন।

শ্রীযুক্ত ফকির চাঁদ বসু লিখিয়াছেন

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতিনাং প্রসস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃক্রমশোবরাঃ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ মনু

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণাস্ত্রীই প্রশস্ত, কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরবচনোক্ত বিবাহ প্রশস্ত জানিবে।"

"ধর্ম্মার্থমাদৌ সবর্ণামূঢ়্বা পশ্চাৎ রিরংসবশ্চেৎ তদা তেষা
অবরাঃ হীন বর্ণাঃ ইমাঃ ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ ক্রমেণ ভার্য্যাঃ স্যুঃ।—

এই ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, রতি কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উচ্চ বর্ণেরা হীন বর্ণের স্ত্রী ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে

পারে। রতি অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত উপপত্নী রাখিবার যে প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, শাস্ত্রকারেরা সেই প্রথাটী প্রকারান্তরে অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রকারদিগের এই নির্দ্দেশানুসারে বৈদ্য জাতিটী উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া অবধারিত হইতেছে, যে হেতু বৈশ্যকন্যা যখন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্য নহে, তখন অবশ্যই তাহারে ব্রাহ্মণের উপপত্নী বলিয়া জানিতে হইবে। ঐ উপপত্নীর উদরে যে জাতি জন্মগ্রহণ করে, সে জাতি যদি জারজ জাতি না হইবে, তবে আর 'জারজ জাতি কাহারে বলিব? ইত্যাদি।—"

খণ্ডন। ঐ শ্লোক দুইটির মর্ম্মার্থ এই দ্বিজাতিরা প্রথমে স্বজাতির কন্যা বিবাহ করিবেন পরে ক্রমান্বয়ে হীনজাতির কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন, উপপত্নী রাখিবার প্রথাটি অনুমোদন করা বুঝাইতেছে না।

শাস্ত্রকার দিগের ব্যবস্থানুসারে যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহারে অবশ্যই ধর্ম্মপত্নী বলিতে হইবে। তাহারে উপপত্নী বিবেচনা করিলে সেই ভার্য্যর গর্ভজাত সন্তানেরা শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া গননীয় হইতনা।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী আদি জাতি। ঐ জাতিদের পরস্পর অনুলোম বিলোম বিবাহ হইয়া বহুতর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অনুলোম অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের পুরুষ হীনবর্ণের কন্যাতে বিবাহ হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই শ্রেষ্ঠপুত্র, এই প্রমাণে অম্বষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণের সদৃশ জারজ বা সঙ্কর নহেন এবং বিবাহের কারণ মাতৃধর্ম্ম অর্শে না। বিলোম অর্থাৎ হীনবর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন হয় সেই সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে। যথা।—

অনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম সবিধিঃস্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণ সঙ্কর॥

। মনু।

স্ব গোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতি গোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ।
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃ গোত্রাপহারকাঃ।—

। মনু।

"পতিগোত্রেণ নারীনাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ।
শরীরার্দ্ধস্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলেসমা।—"

বৃহস্পতি।—

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্য কন্যা ধর্ম্ম পত্নী ও তদ্গর্ভজাত সন্তান সৎ পুত্র হইলেন।—

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ বসু লিখিয়াছেন।—

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেবনয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং॥ ৩॥ ১৫।—

কল্লুকভট্টের টীকার ভাষার্থ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা মোহবশতঃ যদি আপন অপেক্ষা হীন জাতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বৈদ্য জাতিটি যদি যথার্থই বৈশ্যা গর্ভ ও ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হয়, তবে মনুর এই বচন দ্বারা ঐ জাতির শূদ্রত্ব স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, ইহা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন না। যে হেতু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈশ্য কন্যা শুধু হীন জাতীয় নহে, দ্ব্যন্তর হীন জাতীয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন জাতীয় ক্ষত্রিয় বর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে হীন-জাতীয় বৈশ্যবর্ণ।"

খণ্ডন। কুল্লুক ভট্টের টীকার ভাষার্থ যেরূপ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অর্থ হয়নাই ভাবান্তর, হইয়াছে। মনুর ঐ শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই "দ্বিজাতয়ঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যজাতিরা, "হীনজাতিস্ত্রীয়ং" অর্থাৎ ঐ জাতিদের হীন শূদ্রজাতির কন্যা যদি বিবাহ করেন, সেই শূদ্রা গর্ভজাত দ্বিজাতির সন্তানগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যথা শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যকর্তৃক জাত সন্তান করণ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় শূদ্রাতে উগ্রজাতি এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে নিষাদ জাতি আর বৈশ্যজাতিকে যে দ্ব্যন্তর হীন ঘটাইয়াছেন, ঐ শ্লোকের মর্ম্মে তাহা কিছুই নাই।

বাবু ফকির চাঁদ বসু অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকে সদোপের বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এ কিরূপ প্রতিবাদ? যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সপ্রমাণ করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণ

ও বৈদ্য জাতিকে দুর্ব্বাক্য বলা কিপ্রকার হইয়াছে? যেমন কোন বালক, অপর বালকের সহিত বাক্‌যুদ্ধে অপমানিত হইয়া, বিপক্ষে বলবান দেখিয়া কিছু বলিতে অশক্ত হইয়া, ক্রোধ ভরে আপন গৃহে আসিয়া প্রাচীন জনক জননির উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, ইহাও অবিকল সেইরূপ হইয়াছে।

কায়স্থ পুরাণপ্রণেতা শ্রীযুক্তবাবু শশীভূষণ নন্দী মহাশয় কায়স্থপুরাণে যাহা লিখিয়াছেন।—তন্মধ্যে দুই একটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতেছি।

"কায়স্থপুরাণে লিখিত আছে কায়স্থ সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু।"

কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে বিদ্যানুশীলন করাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গুরু মহাশয় নামে অভিহিত হইলেন। সমস্ত জাতিই তাঁহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বেদাচারী ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি অন্যান্য জাতি, সকলেই ঐ সকল গুরুমহাশয় অর্থাৎ কায়স্থের শিষ্য হইলেন। তাঁহারা "গুরুমহাশয় বিদ্যাদান করুন" এই স্তব পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যাগুরুকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে বর্ণভেদ ছিল না। বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে কায়স্থগণ অর্থাৎ বিদ্যাব্যবসায়ী গুরু মহাশয়গণ পূজা প্রাপ্ত হইতেন। এবং তাঁহারা আপন আপন শিষ্যের পিতাপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ছিলেন। কারণ বিদ্যাগুরু জন্মদাতা পিতাপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।" "কায়স্থগণ সকলেরই গুরু বংশজ হইতেছেন।" "অতএব যাহারা হিন্দুনামে অভিহিত ও হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, নিশ্চয়ই বিদ্যাগুরুবংশজ কায়স্থগণ তাঁহাদিগের মাননীয় ও পূজনীয়।" "বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু সমান সম্ভবের পাত্র। কারণ, বিদ্যাগুরু ও মন্ত্রগুরু উভয়েই পিতাপেক্ষা লক্ষগুণে পূজনীয়। মন্ত্রগুরু মুক্তিপ্রদায়ক, বিদ্যাগুরুও মুক্তিপ্রদায়ক। কায়স্থগণ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাগুরু; সুতরাং সকলেই তাঁহাদের শিষ্য। শাস্ত্রমতে শিষ্য গুরুর দাস।"

খণ্ডন। কায়স্থ জাতিতে "গুরুমহাশয় আছেন বলিয়া, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্তজাতির গুরু বংশজ, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু, মাননীয় ও পূজনীয়।" অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তৈলি, তাম্বুলি, তন্তুবায়, উগ্রক্ষত্রিয় জাতি গুরুমহাশয়ের কার্য্য করেন এমন কি বাগ্‌দিজাতিতেও গুরুমহাশয় আছে। ঐ বাগ্‌দি গুরুমহাশয়ের নিকট অনেক কায়স্থ সন্তান লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকেন অতএব শশীবাবুর যুক্তিমতে ঐ বাগ্‌দি জাতিরা, কায়স্থজাতির গুরু বংশজ, শিক্ষাগুরু, ও দীক্ষাগুরু এবং মাননীয় ও পূজনীয় হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী কায়স্থ পুরাণে লিখিয়াছেন। "কায়স্থের পক্ক অন্ন সর্ব্ব বর্ণের ব্যবহার্য্য ছিল।

দুর্ব্বাসা ঋষি ষষ্টি সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে, দ্রৌপদীর ও দুর্য্যোধনের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন।"

"বঙ্গ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সামাজিক রূপে আর্য্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতির অর্থাৎ ডেঙ্গরা কায়েত, শূদ্র করণ কায়েত, স্বর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক কৈবর্ত্ত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখিত মত সৎশূদ্র উপাধিধারী গোপ ও তৈলি, তাম্বুলী, মালাকার, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বারুই প্রভৃতি নবশায়ক বার সেনি জাতি এবং অন্যান্য সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতির পক্ষে ভোজ্য হইল। সকলেই কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিক রূপে ভোজন করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণ আপন গুরু বংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না।"

"যে সকল জাতিরা কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিক রূপে পুরুষানুক্রমে পবিত্র প্রসাদ বলিয়া ভোজন করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন।" স্থানবিশেষে নবশায়ক ও বারসেনির মধ্যে অনেকে কায়স্থের পাককরা অন্ন ভোজন করিতে বিরত হইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ এই নিয়ম চলে নাই। "অদ্যাবধি গোপ, নাপিত, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতি কায়স্থের পাককরা অন্ন ভোজন করিতেছেন।"

খণ্ডন। কায়স্থের পাককরা অন্ন, তৈলি, তাম্বুলি, তন্তুবায়, বারুই, স্বর্ণবণিক গন্ধবণিক, প্রভৃতি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লিখিত মত সৎশূদ্র জাতিরা পবিত্র জ্ঞান করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিপরীত লেখা হইয়াছে।

তৈলি তাম্বুলি বণিক প্রভৃতি সৎশূদ্র জাতিরা পূর্ব্ব হইতে পবিত্র। কারণ; পরশুরাম ক্ষত্রিয় বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে নববিধ জাতি শায়ক (বান) স্বরূপ হইয়া তাঁহার সাহায্য করেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরাম ঐ সকল জাতিকে বরপ্রদান করিলেন যে, যাহাদিগের সাহায্যে আমি এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিলাম তাহারা এই সময় হইতে আর শূদ্র রহিল না, তাহাদিগের যজন যাজন এবং প্রতিগ্রহ করিলে কোন ব্রাহ্মণকে নিন্দিত হইতে হইবে না। আর দ্বিজাতি দিগের কোন কোন সংস্কারে ইহারা অধিকারি হইবেক এবং যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য ও মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির গুরু পুরোহিত, তাঁহারাই এই সকল জাতির গুরু পুরোহিত হইবেন। ইহাতে সপ্রমাণ এই যে, নবশায়ক জাতিরা অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে উচ্চ পদাধিষ্ঠিত হইয়াছে অতএব কায়স্থ জাতি অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ও শ্রেষ্ঠ। আর, কায়স্থের পাককরা অন্ন সৎশূদ্রেরা গ্রহণ করার কথা দূরে——থাকুক, শুনিয়াছি পূর্ব্ব দেশে একটি কায়স্থের শ্রেণী আছে ঐ কায়স্থেরা এক বাটীর বা প্রতিবাসি ৫। ৭ জন এক যোগ হইয়া, একখানি তরণী সংযোগে এক বন্দরে এক রকম জিনিষ ক্রয় করিয়া তাহা অন্য স্থানে বিক্রয় করত তথায় এক রকম দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় করে, এবং অন্যান্য বৃত্তি দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তথাচ কাহার চাকরি স্বীকার করে না। তাহারা ঘোষ, বসু, মিত্র গুহ, দত্ত, প্রভৃতি কুলিন মৌলিক কায়স্থ দিগকে গোলাম কায়স্থ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। শশীবাবু তাহাদিগকেই (আপনাদিগের প্রভুত্ব জানাইবার জন্য) ডেঙ্গরা কায়েৎ বলিয়া উহাদিগের পাক করা অন্ন তাহারা খাইয়া থাকে লিখিয়াছেন, একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। আর সশিষ্য দুর্ব্বাশা ঋষি দুর্য্যোধনের বা দ্রৌপদীর পাক করা অন্ন

খাইয়া থাকেন তাহাতে কায়স্থের কোন উদাহরণ হইতে পারে না, যে-হেতু তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণ।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী কায়স্থ পুরাণে লিখিয়াছেন।

"আদিশূর রাজা স্বয়ং পঞ্চজন কায়স্থের পদধৌত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আপনাদের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল এবং রাজ্য পবিত্র হইল।"

খণ্ডন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আগমন করিলে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দিয়া, আপনাদিগের আগমনে আমার রাজ্য পবিত্র এবং চরণ দর্শন হওয়াতে জন্ম সার্থক হইল বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। তল্পীদার বা খানসামা চাকরের পদধৌত করিয়া দেওয়া কি তাহাদিগকে স্তব করার কথা কোন স্থানে কোন দেশে কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই। অতএব শশীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রলাপ বাক্য মাত্র।

রাজা আদিশূর স্বয়ং কান্যকুব্জাগত পঞ্চঋষির পদ ধৌত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের স্তব করিয়াছিলেন পরে ভাণ্ডারিকে ডাকিয়া ভৃত্য কায়স্থদিগকেও, তেল তামাক, সিদে, জলপানাদি দিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। কায়স্থ পুরাণকার যদি এইরূপ লিখিতেন তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী কায়স্থ পুরাণে লিখিয়াছেন।

"রাঢ়বিভাগে ব্রাহ্মণের পাককরা অন্ন যে প্রথমে সকল জাতির মধ্যে গৃহীত হইত না তাহা এই অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হয়। সদ্গোপ জাতি এই খণ্ডের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতির নীচে, নবশায়ক জাতির অগ্রগণ্য। তাঁহারা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইয়াছে তথাচ হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরু কি পদার্থ, ব্রাহ্মণ কি পদার্থ তাহারা অবগত নহে। ইত্যাদি।" শশীবাবু আরও লিখিয়াছেন "গুরুর গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র ভূপতিত হইলে, গুরু তাহা তুলিয়া লইতে আজ্ঞা করিলে সদ্গোপ জাতি তাহা তুলেনা।"

"এ খণ্ডের রাজপুত, আচার্য্য জাতি, প্রভৃতি অনেক বর্ণসঙ্কর জাতি (যাহারা) পূর্ব্ব বঙ্গখণ্ডের কায়স্থগণের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিলে কায়স্থগণ হুকার জল ফেলিয়া দেন তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি ঐ ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই

বিভাগে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রথমে সাধারণতঃ সকল জাতি ভোজন করিত না। অতএব যখন ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন কখন প্রথমে গৃহীত হয় নাই তখন কায়স্থের পাক করা অন্নও যে কেহ ভোজন করে নাই, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।”

খণ্ডন। সদ্গোপ জাতিরা যে, ব্রাহ্মণের পাককরা অন্ন খান নাই একথা কখন কাহার মুখে শুনি নাই। গুরু কি পদার্থ ব্রাহ্মণ কিপদার্থ তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। মাধবপুর নিবাসী সদ্গোপকুলোদ্ভব রায়বাবুরা, দেবদ্বিজ পরায়ণতার আদর্শ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা দেবতা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া তাহার চিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের ললাটে কড়া পড়িয়াছিল আর বৈঁচি নিবাসী বিখ্যাত জীবন কৃষ্ণ কোঙর, ইনি নবাবিআমলে নাজিমগঞ্জের ইজারদার ছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক সমারোহ পূর্ব্বক দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজাদি করিতেন। ইনি পাঁচ শত ভরি স্বর্ণের দুর্গাপ্রতিমা গঠন করাইয়া প্রতি বৎসর পুজা করিতেন। ঐ প্রতিমা বিজয়ার দিবসে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রতিমা অংশ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার বাটিতে একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেতনভোগী ছিলেন। ঐ জাতিতে আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রিয়, রাজা এবং ঐশ্বর্য্যশালী বড়লোক দিগের পরিচয় এই পুস্তকে একবার বিবৃত করাগিয়াছে, অত্যুক্তি করিবার আবশ্যক নাই। সদ্গোপ জাতি গুরুর গামছা বহে নাই যে প্রবাদ আছে তাহার কারণ, এক সদ্গোপ গুরুর সহিত গমন করিতে ছিলেন, নদীপার সময়ে গুরুর গামছা জলে পতিত হওয়ায়, গুরু শিষ্যকে গামছা ধরিতে বলেন, ঐশিষ্য সম্ভ্রান্ত লোক গামছা ধরিলে যদি কেহ দেখে এবিবেচনায় গুরুকে বলেন বাটিতে যাইয়া গামছা ক্রয় করিয়া দিব।

সকলের প্রবৃত্তি সমান নহে, দেখুন কায়স্থদিগের আদি পুরুষ, কান্যকুব্জাহৃত ব্রাহ্মণদিগের তল্পীবাহক পঞ্চ ভৃত্যের মধ্যে পুরুষোত্তম দত্ত দাস স্বীকার না করিয়া রক্ষার্থে আসিয়াছি বলিয়াছিল বলিয়া নিষ্কুল হইয়াছে।

“ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারি। অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি।” শুনিয়াছি পূর্ব্বখণ্ডে, হুকায় জল না থাকিলে মুসলমানের হুকায় ভদ্র

জাতিরা তামাক খাইয়া থাকে (বলিয়া থাকে শুকুন ডাবার দোষ নাই) শশী-বাবু অনায়াসেই বলিয়া ফেলিলেন যে, " রাজপুত ও আচার্য্যজাতি প্রভৃতি বর্ণ সঙ্কর জাতি কায়স্থের হুকা স্পর্শ করিলে কায়স্থেরা সেই হুকার জল ফেলিয়া দেন।" বলিতে একটুকু লজ্জা হইল না? রাজপুত প্রভৃতিরা কায়স্থ হইতে হীন জাতি, না উচ্চজাতি? এইস্থানে একটি কথা মনে পড়িল। শ্রুত আছি, হুগলি জেলার অন্তর্গত হরিপাল নামক গণ্ডগ্রামে বিবিধ জাতির বাস আছে, ঐ গ্রামে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ আছেন। ঐ কায়স্থগণ একদা যুক্তি করিয়া বলেন যে কোন ক্রিয়াদিতে কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের পরেই ভোজন করিবেন এবং মাল্য চন্দন পাইবেন। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ অনুমোদন করিয়া কায়স্থ দিগের ঐ অভিলাষ পুরণে যত্নবান হইলে, ঐ গ্রাম নিবাসী রাজপুত কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল রায় মহাশয় ঐ বিষয়ে ভাষ লেখাইয়া নবদ্বীপাদি স্থানে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহাতে ব্যবস্থা হইয়াছিল এই যে, ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয়, রাজপুত, বৈদ্যজাতিই গণনীয়, এই জাতিরাই ব্রাহ্মণের পর, পর মাল্য চন্দন পাইবেন। কায়স্থেরা শূদ্রজাতি শূদ্রের সহিত গণনীয়।

"জাতি হারালে রাজপুত, জাতি হারালে আচার্য্য ——— প্রভৃতি"। সঙ্কর জাতিদিগের এইরূপ সুখ্যাতি থাকিলে, কায়স্থদিগের নিকট অস্পর্শীয় হইতে হইত না এবং কায়স্থেরাও ঐ জাতিদের স্পর্শে হুঁকার জল ত্যাগ না করিয়া ঐ সকল জাতি দিগকে পূজার্হ করিয়া লইতেন।

মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন। আদি পর্ব্বে দ্রৌপদীর বিবাহ সভায় মুনিগণ বলিতেছেন। —

"অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা কহি শুন পূর্ব্বের আভাস॥
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণীর না হয় মরণ॥
মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি দেবে ভয় হইল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥

শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠে সম্ভাষেণ।
কিকর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার॥
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলে মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ ইহা বা কেমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যে রাজা হইয়া দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিবারে পান অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কালে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেবরাজ।
অন্য কোন জনেরে সমর্প এই কাজ॥
না পাইনু পাপ পুণ্য কর্ম্মের নির্ণয়।
কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনে চিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে বায়ু হইতে হইল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্ত নামে॥
যমেরে বলেন তুমি রাখ সাতে এরে।
যখন যা জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে॥
যাহার যে কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবে।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবে॥

আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিতে সংসার।
তথাপিহ তোমার উপরে অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী স্থানে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥"

খণ্ডন। চিত্রগুপ্ত উৎপত্তির বিষয় কাশীরাম দাস যাহা লিখিয়াছেন তাহার সত্যাসত্য জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম অর্থাৎ মহাভারতের মূল সংস্কৃত পুস্তক এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের ও বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের অনুবাদিত পুস্তক দেখিলাম, কোন পুস্তকেই ঐস্থানে চিত্রগুপ্ত উৎপত্তির কোন প্রসঙ্গই নাই। তাহাতে বিবেচনা হইল যে কাশীরাম দাস স্বজাতির (কায়স্থের) গৌরব বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা ঘটনা করিয়া লিখিয়াছেন। কাশীরাম দাসের অনুবাদিত মহাভারতে ঐরূপ অমূলক কথা অনেক সন্নিবেশিত আছে।

পাঠক মহাশয়গণকে দেখাইবার জন্য, কায়স্থ কুলোদ্ভব ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্তর রচিত "দত্ত বংশ মালা" নামক পুস্তকের কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সর্ব্বকায়াদ্বিভোর্জাতো ধর্ম্মেণ সহ যঃ পুমান্।
কায়স্থঃ স পরিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববর্ণাধিকারধৃক্॥"

অস্যার্থ। ব্রহ্মার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কায়স্থ নামক এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া, সকল বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে অধিকার পাইয়াছেন॥

"ধর্ম্মেষু সর্ব্ববর্ণানামধিকারোগতস্ততঃ।
শ্রেষ্ঠত্বং সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ কায়স্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"

অস্যার্থ। সকল বর্ণ মধ্যে কায়স্থের অধিকার থাকাতে, সকল বর্ণ অপেক্ষা কায়স্থের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥ ॥

"শীলভাবশতঃ সোঽপি ব্রাহ্মণানাং প্রপূজকঃ।
রাষ্ট্রস্য কুশলার্থঞ্চ বিদুষাম্ ব্রাহ্মবাদিনাম্॥"

অস্যার্থ। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও, শীলতা বশতঃ এবং রাজ্যের কুশল হেতু ব্রাহ্মবাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পূজা করিতেন।

"বঙ্গদেশ হিতার্থায় কান্যকুব্জ প্রদেশতঃ।
আহূতাশ্চাদিশূরেণ কায়স্থাঃ পঞ্চ সংখ্যকাঃ॥
দত্ত ঘোষগুহামিত্রবস্বেতি পঞ্চ নায়কাঃ।
সমাগতাস্তু গৌড়েষু ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতাঃ॥

অস্যার্থ। বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি হওয়ায় বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ সম্পন্নার্থ আদিশূর রাজার প্রার্থনায় কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহ দত্ত, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও বসু এই পঞ্চ নায়ককে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সহকারে বৌদ্ধ-দূষিত গৌড় রাজ্যে প্রেরণ করিয়া ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত বাবু ফকিরচাঁদ বসুর প্রণীত অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকের কায়স্থ উৎপত্তির বিষয় ঐরূপ অমূলক যুক্তির খণ্ডন করা হইয়াছে অতএব আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থ সদ্গোপ সংহিতার প্রতিবাদ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন।

"স্কন্দপুরাণের রেণুকামাহাত্ম্যে পরশুরাম দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলিলেন; হে মহাভাগ! রাজর্ষি চন্দ্রসেনের সগর্ব্ভাপত্নী আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, তাহাকেই আমি প্রার্থনা করি, অর্পণ করুন, হিংসা করিব। দাল্‌ভ্য মুনি বলিলেন, হে ভৃগুবংশাবতংস! এই সগর্ব্ভা স্ত্রী ভয়ভীতা হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রার্থনা করি ভিক্ষাস্বরূপ প্রত্যার্পণ করুন, এইকথা শুনিয়া রাম বলিলেন, মহর্ষে! আপনার আদেশ ক্রমে ঐ রাজপত্নীকে ত্যাগ করিলাম কিন্তু উহার কায়স্থিত এই সন্তান, কায়স্থ হইবে; এইপ্রকারে ক্ষত্রিয়া গর্ভে ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান কায়স্থ হইল, রামের আজ্ঞায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইল। এইপুরাণ প্রমাণে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলা যাইতে পারে; ফলত সিদ্ধান্ত এই যে পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণ প্রধান।"

খণ্ডন। যিনি যাহার পক্ষ হইয়া লেখেন, তাহার সম্মান বাড়াইবার জন্য,

গ্রন্থের যথার্থ ভাব গোপন করেন। কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় সন্তান, স্কন্দ পুরাণের রেণুকামহাত্মের প্রমাণ মতে তর্কবাগীশ মহাশয় জানিয়া ছিলেন, তবে স্মৃতির প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বোধে, ঐ পৌরাণিক প্রমাণকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা কেন করিলেন? বা স্মৃতির মত গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ স্মৃতিবাক্য পুস্তকে না তুলিয়া, কেবল ঐপুরাণ আশ্রয় করিয়া কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় সন্তান কেন না বলিলেন? যে হেতু তিনি কায়স্থ পক্ষীয়।

তাহা না করায় বিবেচনা হইতেছে যে, তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিবার সময় ভাবিয়া ছিলেন, স্মৃতি ও অভিধানাদিতে প্রকাশ যে কায়স্থেরা শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যের সন্তান এবং উক্ত পুরাণ মতে চন্দ্রসেন রাজার পত্নীর গর্ভজাত, ঐ সন্তানকে পরশুরাম ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন কিন্তু সে কায়স্থ জাতি নহে, অন্য জাতি করিয়াছেন, চন্দ্রসেন পুত্রকে প্রকৃত কায়স্থ ঘটনা করিলে, বিচার পক্ষে রক্ষা হইবেনা; অতএব ঐ প্রমাণ স্মৃতির মতে গ্রাহ্যণীয় নহে লিখিয়াছেন।

তর্কবাগীশ মহাশয় জানিয়াছিলেন স্মৃতির বচনের নিকট পৌরাণিক বচন অগ্রাহ্য তবে ঐ অকর্ম্মণ্য প্রমাণ পুস্তকে তুলিবার কি প্রয়োজন ছিল; তাঁহার মনোগত ভাব, আমার এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে বিবেচনা করিতে পারেন যে, কায়স্থেরা বলে আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান তাহা নিতান্ত মিথ্যা নয়, পুরাণ মতে কতকটা প্রমাণ হইতেছে।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থপক্ষীয়, তিনি শঠতা করিয়া পুরাণের যথার্থ ভাব গোপন রাখিয়াছেন। পরশুরাম চন্দ্রসেন রাজার পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের ক্ষত্রিয়ত্ব রহিত করিয়াছেন এই যে, বান শিক্ষা বা যুদ্ধকার্য্য করিতে পারিবেনা, তদ্ভিন্ন সমস্ত ক্ষত্রিয় লক্ষণ অর্থাৎ উপনয়নাদী সংস্কার দ্বাদশাশৌচ থাকিবে।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ভৃত্য পঞ্চ, বঙ্গীয় করণের সহিত (ব্রাহ্মণ পঞ্চের আজ্ঞাক্রমে ও রাজা আদিশূরের কৃপাতে) মিশ্রিত হইয়া, কায়স্থ উপাধি পাইয়া তদ্বংশোদ্ভবগণ এক্ষণে উন্নতিশালী হইয়াছে, ইহারা যদি চন্দ্রসেন রাজার পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের জাতি কুটুম্ব হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে উপনয়নাদী সংস্কার এবং দ্বাদশাশৌচ উহাদের থাকিত।

শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন যে “ যাজ্ঞবল্কের স্মৃতিসংহিতার বচনানুসারে কায়স্থেরা; বৈশ্য শূদ্রকন্যাতে উৎপন্ন করণ জাতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্ম খণ্ডোক্ত করণ জাতি মসীজীবি কায়স্থ। সর্ব্ব প্রধান স্মৃতিকর্ত্তা মনুর বচনানুসারে বৈশ্য কর্ত্তৃক শূদ্র কন্যাতে উৎপন্ন যে সন্তান সে বৈশ্যর সদৃশ। অমরকোষে করণ শব্দ পুংলিঙ্গ; শূদ্রার গর্ব্ভে বৈশ্যের ঔরসে উৎপন্ন। ভরতের মতে এই করণ জাতিই লিপিবৃত্তিক ” কায়স্থ। এই সকল প্রমাণ অনুসারে স্পষ্ট বোধ হইল যে করণ আর কায়স্থ এক জাতি। ইহারা শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন এই জন্য শূদ্রজাতি হইল; কিন্তু বৈশ্যর ঔরসজাত প্রযুক্ত মনুর প্রমাণ দ্বারা বৈশ্যের সদৃশ হইল, যে যাহার সদৃশ হয়, সে তাহা হইতে ভিন্ন হয়, কিন্তু তাহার অনেক ধর্ম্ম তাহাতে থাকে, যেমন যবের সদৃশ গোধুম, মধুর সদৃশ গুড়, তেমন কায়স্থেরা বৈশ্যের সদৃশ হইয়া শূদ্রমাত্রেরই নমস্য, অর্থাৎ শূদ্রেরা কায়স্থকে নমস্কার করিবে।”

খণ্ডন। শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে যে সন্তান সে বৈশ্যের সদৃশ হইলেও তাহাকে বৈশ্যের তুল্য মান্য করা যায় না। তাহার প্রমাণ পুরাণ ইতিহাসে বিস্তর পাওয়া যায়। যেমন বিচিত্র বীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসমুনি কর্ত্তৃক উৎপন্ন, ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু ক্ষত্রিয়, কিন্তু ঐ ব্যাসমুনি কর্ত্তৃক দাসী গর্ব্ভজাত সন্তান বিদুর শূদ্রজাতি। ঐ বিদুর আচার ব্যবহারে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে পিতার সদৃশ অতএব ব্রাহ্ম[illegible] কিম্বা একবীর্য্যে জন্মবশতঃ উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সদৃশ ক্ষত্রিয়বৎ হই[illegible] কেন? (বোধ হয় কুরু কুলে তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত বিচ[illegible] পণ্ডিত ছিলেন না) সেইরূপ শূদ্রাগর্ভে বৈশ্য কর্ত্তৃক উৎপন্ন করণ কায়স্থেরা বৈশ্যের সদৃশ মাননীয় হইতে পারেন না। যবের সদৃশ গোধুম, মধুর সদৃশ গুড়, অভাবে প্রয়োজনীয় হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া গোধুমকে যব এবং গুড়কে মধু কে বলিয়া থাকে? অতএব, কায়স্থেরা শূদ্র, শূদ্রকে শূদ্র কি জন্য নমস্কার করিবে? আরও ঐরূপ নমস্কারের নিয়ম কোনস্থানে চলিত নাই। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে সৎশূদ্রেরা না করুন, হীন জাতি হাড়ি, মুচি, চণ্ডাল, প্রভৃতি ইতর জাতিরাও

কায়স্থকে নমস্কার করিত। তবে বিচার পতির পদ প্রাপ্ত হইলে অথবা জমিদারি থাকিলে কায়স্থকে, কায়স্থ কেন, অন্যান্য শূদ্রকেও রাজমান্য করিয়া নমস্কার করিয়া থাকে। আরও কায়স্থেরা শূদ্রজাতি না হইলে তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে ত্রিংশদ্দিনাশৌচ ব্যবস্থা থাকিত না। কেবল শূদ্রেরই ত্রিশদিন অশৌচ বিধি আছে। যথা—

শুদ্ধেদ্বিপ্রো দশাহেন, দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।

বৈশ্যপঞ্চদশাহেন, শূদ্রস্তু ত্রিংশতা দিনৈ॥ মনু॥—

শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন "যে মহারাজ আদি-শূর স্বদেশে যজ্ঞের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না দেখিয়া তাঁহার মিত্র কান্যকুব্জ দেশাধিপতি মহারাজ বীরসিংহকে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সংবাদ করিলে, সেই নরপতি কি অধম শূদ্র পাঁচজনকে ভৃত্য দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, না কি ব্রাহ্মণেরাই স্বত প্রবৃত্ত হইয়া আনিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভৃত্যেরা স্নান পানাদির জল এবং পাকাদির উদ্যোগ করিয়া দেয়, ঐ অধম শূদ্রেরা কি তাহাই করিত, গোস্বামি ঐ পঞ্চজন ব্রাহ্মণ কেও বুঝি গোস্বামি বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন॥ ফলত তাহা নয় তাহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কদাচই বেদ বিরুদ্ধ ব্যবহার করিবেন না"। আবার উক্ত তর্কবাগীশ অপরস্থানে লিখিয়াছেন "যে এক রাজার আহূত রাজান্তরের প্রেরিত হইয়া যখন আসিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই বহুতর ভৃত্যে পরিবৃত হইয়া আসাই সম্ভব। কুলাচার্য্য দিগের পুস্তকেও প্রকাশিত আছে যে, তাঁহারা অশ্বারোহণে সৈনিক পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধানে আগমন করেন, তদ্দর্শনে আদিশূর প্রথমত পদানত না হইলে মল্ল কাষ্ঠের উপর আশীর্ব্বাদ রাখিয়া, সেই পণ্ডিতগণ স্বদেশে প্রত্যা-গমনেচ্ছায় বহির্গত হন। তদনন্তর আদিশূর তাঁহাদিগকে যথার্থ ব্রাহ্মণ্য জানিতে পারিয়া গললগ্নীকৃতবাস হওত, ব্রাহ্মণ দিগকে অনুকূল করিয়াছিলেন। তবে আর কে না স্বীকার করিবে যে, তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ভৃত্যাদি ছিল ? কায়স্থেরা চিরকাল লিপিবৃত্তিক, বেদাদি শাস্ত্র দৃষ্টে অনুলিপিও করিত, ঐ জন্য বিশেষ অনুগৃহীতও ছিল। তাহারা বেদ-বিৎ পণ্ডিত গণের সঙ্গে আসিয়া ছিল, কিন্তু তল্পী গাড়ুর ভারবাহী হইয়া

নহে। সকল ভৃত্যেই কি তল্পী বহন করে? যে ব্যক্তি যে প্রকারে যোগ্য হয় সে সেই প্রকারে প্রভুর সেবা করে।"

খণ্ডন। দেখুন তর্কবাগীশ মহাশয় একস্থানে লিখিলেন "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভৃত্যেরা স্নান পানাদির জলদিয়া থাকে, তাহাতে এই বোধ হইতেছে যে, ঐ ব্রাহ্মণ ভৃত্য পাঁচটি নীচ জাতি নহে জল আচরণীয় জাতি হইবে।" "আবার অপর স্থানে লিখিয়াছেন যে, একরাজার আহূত ও অন্য রাজার প্রেরিত, এইহেতু বহুতর ভৃত্যের সহিত আসাই সম্ভব, অধিকন্তু ঐ পাঁচটী দাস লিপিবৃত্তিক।" এস্থলে বক্তব্য এই যে ঐ পঞ্চ ঋষি যজ্ঞ করিতে আসিয়া ছিলেন, যুদ্ধকার্য্য কি তদুপযুক্ত অন্য কোন কর্ম্ম করিতে আসেন নাই, যে, রাজা বহুতর লোকদিয়া পাঠাইবেন। যে কার্য্যে যেমন লোকের প্রয়োজন কেবল তাহারাই আসা সম্ভব। অশ্বারোহী ব্রাহ্মণগণের বস্ত্র ও পুস্তকাদি এবং তল্পি গাড়ু বহন, পান্থ নিবাসে পাদ্য জল ও পাকাদির উদ্যোগ করণ এবং অশ্বের জন্য তৃণ আহরণ এই সকল কার্য্য ঐ পঞ্চ ভৃত্যের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ পাঁচটি ভিন্ন অপর কেহই আইসে নাই। কুলাচার্য্য দিগের কারিকাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, পঞ্চঋষিরসঙ্গে পাঁচটী দাস আইসে। বহু ভৃত্যের সহিত আসার কথা একান্ত অমূলক। আর লিপিবৃত্তিক লোকেরই বা কি প্রয়োজন। ভাল তর্কবাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তৎকালে কি এমন রীতিছিল যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যখন সস্ত্যয়ন করিতেন, তখন মুহুরিয়া কত বিল্লপত্র, কত তুলসী ঈশ্বর কে দেওয়া হইল, তাহারই কি জমা খরচের হিসাব রাখিত? যদি বলেন যে, সে রীতি ছিলনা, তাহা হইলে লেখা পড়ার কার্য্যকারি লোকের একবারেই প্রয়োজন সম্ভব হইতে পারে না।

যে বেদ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির স্পর্শ কিম্বা শ্রবণ করিবার অধিকার ছিল না, সেই বেদ যে সঙ্কর শূদ্র কায়স্থ জাতি অনুলিপি করিত ইহা কোন মতে সঙ্গত নহে, আর তিনি যে অনুলিপি করার কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণ কিছু দর্শাইতে পারেন নাই অতএব তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই কথাটী অগ্রাহ্য হইতেছে।

গোপজাতির বিষয় শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন।

"পরশু রাম পদ্ধতি অনুসারে মণিবন্ধ কন্যাতে তন্তুবায় ঔরসে যে গোপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে ঘড়িয়াল গোপ কহে। উড়িষ্যা দেশে ঐ ঘড়িয়াল গোপ অনেক বাসকরে। মনুসংহিতার সঙ্কর প্রকরণে অম্বষ্ঠার গর্ব্বে ব্রাহ্মণ ঔরসে যে গোপ জন্মিয়াছে, তাহারা পশ্চিমাঞ্চলীয় আভীর গোপ। পরাশর পদ্ধতিতে ক্ষত্রিয় পিতা শূদ্রামাতাতে যে গোপজন্মে, ইহারাই বৈশ্যের সমস্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়। বৈশ্যের ন্যায় দুগ্ধ দধি ও রস এবং গন্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে উহাদের নিষেধ ছিল। বোধ হয় সেই গোপের মধ্যে যাহারা সৎব্যবহারে আছে, তাহারাই সদ্গোপ, যাহারা শাস্ত্র নিষিদ্ধ দুষ্কর্ম্ম অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি বিক্রয় ওবৎস্যের কোষ ছেদন প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াছে তাহারাই পল্লব গোপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। উহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাও পতিত হইয়া গোপ ব্রাহ্মণ নামে উক্ত হইয়াছে। ঘড়িয়াল গোপদিগের মাতা পিতা উভয়েই সঙ্কর জাতি, অতএব সঙ্কর হইতে সঙ্কর এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত বলিয়া ঐ ঘড়িয়াল অসৎশূদ্র হইয়াছে। আভীর দিগের মাতা সঙ্করজাতি হইলেও পিতা ব্রাহ্মণ, এই নিমিত্ত তাহারা সৎশূদ্র। সদ্গোপেরাও আভীর অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, যে হেতু ইহাদের মাতা পিতা কেহই সঙ্কর জাতি নহেন, অতএব ইহাদিগকে কায়স্থের ন্যায় উৎকৃষ্ট সঙ্করজাতি বলিতে হইবে। শূদ্র গণনারস্থলে কায়স্থের পরেই সদ্গোপ, এইজাতি দ্বয় নবশাখ নয়।"

খণ্ডন। এই স্থানটি পাঠ করিলে নিশ্চয়ই বোধ হয়, তর্ক বাগীশ মহাশয়ের মতিভ্রম হইয়াছে; কেন না তিনিই বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় শূদ্রাজাত গোপ আর বৈশ্য শূদ্রাজাত কায়স্থ, এ উভয়কে সঙ্কর জাতি বলিতে হইবে এবং শূদ্র গণনার স্থলে কায়স্থের পরেই সদ্গোপের নাম উল্লেখ হইবে। এই কথা বলাতে কি, তাঁর পণ্ডিতাভিমানীত্ব পরিচয় দেওয়া হইতেছে? না পক্ষ পাতান্তর পরিচয় দেওয়া হইতেছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, না বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কায়স্থের পরই সৎগোপ যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহারই প্রমাণে সৎগোপের পরই কায়স্থ হইতেছে।

ক্ষত্রিয় পিতা শূদ্রা মাতাতে যে গোপ জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে যাহারা

সৎব্যবহারে আছে তাঁহারাই সদ্গোপ, যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা পল্লব গোপ, বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। তর্কবাগীশ, মহাশয় এক "বোধ হয়" শব্দ বসাইয়া ঐ গোপ কে সদ্গোপ বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই। না জানিয়া না শুনিয়া একটা কথা পুস্তক লিখিলে পণ্ডিতের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় মাত্র। তবে একটা কিম্বদন্তী আছে এই যে, সদ্গোপ কালিদাস ঘোষের ভ্রাতা মুরারিধর ঘোষ গোয়ালা হইয়াছে। উক্ত কালিদাস ঘোষ সদ্গোপ সমূহের আদি পুরুষ নহেন। এক্ষণে যাঁহারা কোঙর কুলিন বলিয়া পরিচয় দেন, ইহাঁদিগের আদি পুরুষ, রাজা ভল্লুক পদ রায়, রাজা কনকেশ্বর রায়, রাজা সিংহরসিংহ রায় এবং মৌলিক সদ্গোপ দিগের মধ্যে খাঁন, পাঞ্জা, ছুতি, ভুঞ্জ, রানা, চৌধুরি ও খট্টাঙ্গের হাজরা, ইহাঁদিগের সহিত ঐ কালিদাসের কোন জ্ঞাতিত্ব সংশ্রব নাই স্বজাতি কুটুম্ব মাত্র।

সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন হইয়া ঐ চারিটি জাতি চলিয়া আসিতেছিল। তৎপরে সত্যযুগে বেন রাজার অধিকার সময়ে, অনুলোম বিলোম বিবাহ প্রচলন হওয়ায় বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়া সঙ্কর জাতির বিস্তার হইয়াছে। সদ্গোপেরা সঙ্কর বা শূদ্রজাতি নহেন, বৈশ্যবর্ণ আচার ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন বলিয়া "সৎ" শব্দ পাইয়াছেন। বৈশ্যের বৃত্তি চাষ, কুসিদগ্রহণ, বাণিজ্য, গোরক্ষা ঐ জাতির আছে। "গাঃ পালয়তি ইতি গোপঃ" তাহাতেই সতের সহিত গোপ যোগ হইয়া, সদ্গোপ শব্দে কথিত হইয়াছেন।

কালিদাস ঘোষের সময় ন্যূনাধিক ছয়শত বৎসর হইবে। (তাহাও তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তকে প্রমাণ) ঐ কালিদাসের ভ্রাতা মুরারি, পল্লব গোপ সহবাসে থাকিয়া অন্যায় আচরণ করায়, স্বজাতি রাজা ভল্লুক পদের পুত্র মহেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির আপত্তিতে কালিদাস, মুরারিকে ত্যাগ করেন, তাহাতেই মুরারি গোয়ালা জাতিতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সময় হইতে জনশ্রুতি ঘটিয়াছে, সদ্গোপ কালুঘোষের

ভ্রাতা মুরারি ঘোষ গোয়ালা। এক্ষণেও অনভিজ্ঞ লোকেরা বলেন সদ্গোপ ও গোয়ালা পূর্ব্বে এক ছিল, আচার ভেদে দুইজাতি হইয়াছে।

উক্ত মুরারি, কালিদাসের সহোদর ভ্রাতা নহেন। কালিদাস ধর্ম্ম-পরায়ণ মথুরঘোষের পালকপুত্র, মুরারি মথুর ঘোষের ঔরস পুত্র এবং কালিদাস অযোনি সম্ভব, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মপুরাণে, পাওয়া যায় যথা, ধর্ম্ম—পুরাণের চতুর্বিংশতি স্বর্গে, ধর্ম্মের আজ্ঞাক্রমে, হনুমান রথসহ লাউসেনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলে, কথোপকথনে লাউসেন হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কলিযুগে ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া, কোন কোন ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন কৃপা করিয়া বলুন।"

"হনুবলে অসংখ্য ধর্ম্মের ভক্তজন।
সম্প্রতি ধর্ম্মের ভকিতা বারজন॥
একান্ত পূজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্ম ফাঁস।
ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
প্রথম সেবক ছিল ভোজ মহারাজা।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আদ্য পূজা॥
ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সপ্রতুল।
মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্ম্মের দেউল॥
তৃতীয়ে মথুর ঘোষ পূজে ধর্ম্মরাজে।
ধেনু ধান্য ধন ধর্ম্মে ধরণী বিরাজে॥
চৌরে পূজে মহী নৃপ ব্রাহ্মণ শরীর।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্ম্মের মন্দির॥
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ † নামে।
যেজন জন্মিল ধর্ম্ম ললাটের ঘামে॥
ষষ্ঠেতে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র ※ রাজা।
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্ম্মের দিল পূজা॥

---

† কালিদাস ঘোষ।

※ এই হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় নহেন ইনি কলির রাজা।

জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা দিল।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল ॥
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন।
যার ঘরে হৈল ধর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
আসাই চণ্ডাল আটে পূজিল প্রচুর।
সিজান + ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর ॥
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্ব্বকাল ॥
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত।
ধর্ম্ম পূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব ॥
একাদশে সেবক বাইতি হরিহর।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপ নন্দন।
অবনী এসেছ ধর্ম্ম পূজার কারণ ॥
দেবকন্যা তোমার রমণী চারিজন।
অশ্বিরপাখর ঘোড়া সূর্য্যের নন্দন ॥
কলিকালে ধর্ম্মের বার্ম্মতি দিলে পূজা ॥
পূর্ণ হল নিজঘরে চল মহারাজা ॥
তোমার জননী রম্ভা ইন্দ্রের নাচনী ॥
অভয়ার অভিশাপে এসেছে অবনী ॥
সকলি ধর্ম্মের মায়া শাপান্তর পর ॥
এসহ আপন পুরী রথে কর ভর ॥"

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের কৃত একখানি মূল সংস্কৃত পরাশর সংহিতার অনুবাদে দেখিলাম. উক্ত পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে।

"ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যোবিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥"

+ সিদ্ধ করা।

"এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদে "স গোপাল ইতিজ্ঞেয়ঃ" স্থানে লিখিয়াছেন, তাঁহাকে "সৎগোপ বা গোপাল বলা যায়" তর্কলঙ্কার মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সদ্গোপেরা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বি, আচার ভ্রষ্ট বৈশ্য, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করেন নাই। এবং বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয়, উক্ত পরাশর সংহিতার মুলসহ অনুবাদ মুদ্রিত করাইয়া তাঁহার গ্রাহকদিগকে উপহার দিয়াছেন; তাহাতেও ঐ শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সদ্গোপ পরাশরোক্ত গোপ নহেন, আচারভ্রষ্ট বৈশ্য তাহার প্রমাণ এই।—

"নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ১১৬০ সালের মাঘ মাসে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করেন এবং সেই সদ্গোপদিগকে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে একটি মহতী সভা আহুত হয়। ঐ সভায় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হয় তাঁহাদিগের সমক্ষে বিশেষ শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ দর্শাইয়া সদ্গোপ জাতিকে বৈশ্য স্থলাভিষিক্ত করা হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ সকল প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের নাম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের নাম।

নবদ্বীপনিবাসী ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত
রামগোপাল সার্ব্বভৌম
রাধামোহন গোস্বামী।
ত্রিবেণী নিবাসী
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ
বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

রামানন্দ বাচস্পতি
মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার
প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
শঙ্কর তর্কবাগীশ
রুদ্ররাম তর্কবাগীশ
কান্ত বিদ্যালঙ্কার
গোপাল ন্যায়ালঙ্কার
শিবরাম বাচস্পতি
কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি

তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারাণসী দেশনিবাসী পণ্ডিতদিগের নাম।

সদারাম দশাশ্বমেধী,	রামবরণ সামাধ্যায়ী
লক্ষ্মণ উপাধ্যায়	রামশরণ ত্রিবেদী
শঙ্কর চতুর্ব্বেদী।	গঙ্গারাম সরস্বতী।

"শাস্ত্রে লিখিত আছে যজ্ঞ মাত্রেই রাজাকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে মাল্যচন্দন প্রদান পূর্ব্বক বরণ করিতে হয়। এই যজ্ঞে বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ ত্রিলোক চাঁদ বাহাদুরের কোন জ্ঞাতি বীরেন্দ্র সিংহ বর্ম্মণ্ বাহাদুর, ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত এবং কৃষ্ণপাতা নিবাসী সদ্গোপকুলোদ্ভব নরোত্তম পাল বৈশ্যস্থানীয় হইয়া বরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অন্ধের চক্ষুর্দান পুস্তকে শ্রীযুক্ত বাবু ফকির চাঁদ বসু ঐ যজ্ঞীয় সভার বিবরণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "কায়স্থ ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত হন ও গোয়ালা শূদ্রের স্থলাভিষিক্ত হয়" এই দুইটী কথা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র।

শ্রীযুক্তধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত প্রশ্ন স্বীয় পুস্তকে তুলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন যথা।. গোস্বামী লিখিয়াছেন, "যে সময় সুবর্ণ বণিকেরা উপবীত ধারণে কৃত সংকল্প হয় সেই সময় তাহার বিরুদ্ধে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। সভার কার্য্য রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতেই সম্পন্ন হয়, তাহাতে রাজা বাহাদুর বক্তৃতা কালে বলেন যে বঙ্গদেশে বৈশ্য জাতি নাই, যদি কোন জাতিকে আচার ভ্রষ্ট বৈশ্য জাতি বলাযায়, সে সদ্গোপ জাতি। তর্কবাগীশ মহাশয় এই কথার খণ্ডন করিয়াছেন যে বৈশ্যের বৃত্তি চাষ, বাণিজ্য, পশুরক্ষা, কুসীদগ্রহণাদি সদ্গোপ জাতিতে পূর্ব্ব হইতে ন্যস্ত রহিয়াছে, এই কারণে হউক, কি কোন প্রমাণ পাইয়াই বলুন, তাহা তিনিই জানেন, আমি কোন পুস্তকেই ঐপ্রমাণ পাইলাম না। বরং সদ্গোপ জাতিকে অমিশ্র আদিশূদ্র জাতি বলা যায়। কারণ ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, যে জাতির স্বগোত্রে বিবাহ হয়, তাহারা সঙ্কর দোষরহীত শূদ্রজাতি, এইপ্রণালী পূর্ব্বাপর ঐ জাতিদের চলিয়া আসিতেছে।"

খণ্ডন। তর্কবাগীশ মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় পিতা শূদ্রা মাতাতে যে গোপ জন্মিয়াছে, বোধ হয় সেই গোপের মধ্যে যাহারা সদ্ব্যবহারে আছে তাহারাই সদ্গোপ যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা পল্লব গোপ, আবার ভবিষ্য পুরাণ মতে বলিলেন সদ্গোপেরা অমিশ্র শূদ্র। এই কথা লেখাতেই বোধ হইতেছে, তর্কবাগীশ মহাশয় জাতি বিষয় কোনগ্রন্থ দেখেন নাই, কেবল সদ্গোপের বিপক্ষতায় হস্তোত্তোলন করিয়াছেন মাত্র। যদি তাঁহার শাস্ত্রাদি দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে "সদ্গোপ" জাতিকে বৈশ্য বর্ণ স্থির করিতে পারিতেন এবং কোন স্থানে "বোধহয়" ও কোন স্থানে "বরং" লিখিতেন না।

গোপ জাতির বৈশ্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এই —

"বৃষ ভানুশ্চ বৈশ্যস্য সা চ কন্যা বভুব হ।
সার্দ্ধং রায়াণ বৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকার সঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড।

শ্রীমতি রাধিকা বৃষভানু নামক বৈশ্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে বৃষভানু, রায়াণ বৈশ্যের সহিত, নিজ তনয়া রাধিকার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাঠক মহাশয়গণ! দেখুন বৃষভানু, নন্দ আদিকে সাধারণে, গোপ (গোয়ালা) বলিয়া জানেন, কিন্তু এই মহাপুরাণে তাঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীনন্দ সুত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

"কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়ো নিশম্॥

কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদ গ্রহণ এই চারিটী বৈশ্যের কার্য্য। এই সকলের মধ্যে আমাদের গোবৃত্তি হেতু আমরা বৈশ্য জাতি হইতেছি।"

"পশূনাং রক্ষণংদান মিজ্যাধ্যয়ণমেব চ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ মনু

বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধান্য ও ধন প্রয়োগ কল্পনা করিবেন।"

"বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।

পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥ মনু ৮। ৪১০।

বৈশ্যদিগকে বাণিজ্য ধান্যাদির বৃদ্ধি (ধান্য কলাই বাড়ি দেওয়া) এবং কৃষি ও গবাদি পশুরক্ষণ কার্য্য করাইবেন এবং শূদ্রকে দাস্য কর্ম্ম করাইবেন। মনু ৮। ৪১০।"

"সজোষসা উষসা সূর্য্যেণ চ সোমং সুম্বতো অশ্বিনা।

ধেনু জিনত মুত জিনতং বিশোহতং রক্ষাংসি সেবত মমী বা॥"

ঋগ্বেদ ৮ম০ ৫অনু০ ৪সূক্ত।

ইত্যাদি বাক্যে যেখানে গো ধেনু সেইখানেই বৈশ্য। অতএব ইহাদিগকে বৈশ্য না বলিয়া ব্যবসানুসারে সদ্গোপ বলা যাইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি ভারতচন্দ্র রায়, অন্নদা মঙ্গলে লিখিয়াছেন।

"কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত
ক্ষত্রিয় কখন, নহে সংঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত।
বৈশ্য যদি হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়"

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতেছে।

মান্ধাতোবাচ। "ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম। বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ দেবর্ষে তদ্‌ব্রূহি বদতাম্বর।

মহাত্মা মান্ধাতা, দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মহর্ষে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নির্ণীত হইবার উপায় কি?"

নারদ উবাচ। "জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥

শৌচাচার পরোনিত্যং বিঘসাশী গুরু-প্রিয়ঃ।

নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

"সত্যং দান মথাদ্রোহশ্চানৃশংস্যং কৃপা ক্ষমা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

নারদ উত্তর করিলেন যাঁহারা জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার—সংস্কৃত, পবিত্র, বেদাধ্যয়নরত, ষট্‌কর্ম্মশালী, সর্ব্বদা পবিত্রাচারী, গুরুর উচ্ছিষ্ট-ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যনিয়মী, সত্যবাক্যব্যয়ী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ আখ্যাধারী। দয়া, ক্ষমা, সত্য, দান, অহিংসা, অক্রূরতা ও তপস্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণ যাঁহাদের আয়ত্ত তাঁহারাই ব্রাহ্মণ॥

"ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সংযুতঃ।
দানাদানবহির্ষস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে।"

পরত্রাণকারী, বেদাধ্যায়ী, বেদদান-রহিত, প্রতিগ্রহবিমুখ ব্যক্তিরাই ক্ষত্রিয় শব্দ বাচ্য॥

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥"

পশুরক্ষাকারী, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনকারী পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী ব্যক্তিরাই বৈশ্য॥

"এতদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বৈশ্য বৃত্ত্যানুসারী সদ্‌গোপেরাই যে, প্রকৃত প্রমাণ সিদ্ধ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই॥"

শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কৃত চণ্ডী গ্রন্থে বলদবাহী অর্থাৎ ব'লদেদিগকে বৈশ্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

"লেখা করি বীরে দিল সাত কোটী ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥
বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥"

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামি মহাশয়, সদ্গোপের বৈশ্যত্ব বিষয়ে কয়েক মহাত্মার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোস্বামি তাঁহার কোন বন্ধুর দ্বারা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, বঙ্গদেশে বহুতর জাতি দেখা যায়, তন্মধ্যে সদ্গোপ কোন জাতি, ইহারা শূদ্র জাতির অন্তর্গত, কি শাস্ত্রীয় প্রামাণে বৈশ্য জাতি হইতে পারে? তদুত্তরে তিনি ১২৮৩ সালের ২ আষাঢ় তারিখে বৈদিক প্রমাণানুসারে লিখিয়াছেন, ভূমিকর্ষক গোপই আদৌ বৈশ্য। ভূমিকর্ষক গোপ কোন কারণ বশতঃ এক্ষণে সদ্গোপ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

"আমার মতে আদৌ আর্য্যবংশীয় সাধারণ জনগণ বিশ্ শব্দ বাচ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমাত্র পাঠ এবং বিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন তাঁহারা "ঋত্বিক ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু তৎকালে বর্ণভেদ ছিল না, কেবল কার্য্য বশতঃ তাঁহারা উপাধি প্রাপ্ত হইতেন।

আর্য্যবংশীয় জনগণ অন্য জাতিকে প্রায় মনুষ্য জ্ঞান করিতেন না, তন্নিমিত্ত অনার্য্যজাতি ব্যতিরেকে সকল মনুষ্যই বিশ্ শব্দ বাচ্য ছিল।

বোধ হয়, সেই কারণ মনুষ্যের সমুচ্চয় বিশ্ হইতে 'বিশ্ব' শব্দ উৎপন্ন হয় আর 'বিশাম্পতি' শব্দও ঐরূপে উৎপন্ন হয়। আর্য্য জনগণ বাচক বিশ্ শব্দ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হইয়া 'ঋত্বিক ব্রাহ্মণ' বাচ্য যাজকগণ ভিন্ন, আর্য্য ব্যক্তিবাচক ছিল। অপর তৎকালে অনার্য্য জাতি অমনুষ্যবৎ গৃহীত হওয়াতে বিশ্ শব্দ সুতরাং মনুষ্যবাচক হইয়া উঠিল। আর 'কৃষ্টি' 'চর্ষণি' প্রভৃতি শব্দ ভূমিকর্ষণকুশল ব্যক্তির পর্য্যায়, মনুষ্য বাচক হওয়াতে বিশ্ শব্দও সুতরাং কৃষ্টি ও 'চর্ষণির' পর্য্যায় হইল। এইরূপে বৈদিক প্রয়োগানুসারে বোধ হয় বিশ্ হইতে উৎপন্ন বৈশ্য শব্দ, আদৌ ভূমিকর্ষক গোপ বাচ্য ছিল। পরে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হইলে যখন বৈশ্যেরা ভূমিকর্ষণকে হীন কার্য্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়কে বিশেষ রূপে স্বকীয় ধর্ম্মজ্ঞান করিতে লাগিলেন।"

সদ্গোপ জাতি যে বৈশ্য তৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ভরত শিরোমণি মহাশয়ের মত।—

"ইহারা বৈশ্য। ধর্ম্ম বিপ্লবে এবং রাজ বিপ্লবে এক্ষণে শূদ্রবৎ হইয়াছে। শাস্ত্রে এই জাতিকে বর্ণসঙ্কর দেখা যায় না। ইহারা আবহমান কাল পর্য্যন্ত বৈশ্য বৃত্তিধারী। ইহাদের মধ্যে রাজা রাজবল্লভের মত কোন প্রতাপশালী রাজা থাকিলে ইহারা নিশ্চই সম্পূর্ণ বৈশ্য ধর্ম্মে থাকিতে পারিত। ইহারা বৈশ্যজাতি তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"হুগলির অন্তঃপাতী মালিপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা অযোধ্যানাথ পাকড়াশী যিনি কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ছিলেন; তাঁহার মতে সদ্গোপ আর ভূমিকর্ষক গোপ একার্থ বোধক শব্দ।"

বৈদিক প্রমাণানুসারে ইহারাই বৈশ্য আর্য্য তৃতীয় বর্ণ। অর্য্য শব্দের অর্থ কৃষি এবং অর্য শব্দ হইতেই আর্য্য নামের সৃষ্টি হয়।

হলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করাই আর্য্য দিগের প্রথম বৃত্তি এবং এই বৃত্তি তৎকালে ভ্রমণকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, অর্থাৎ আর্য্যেরা ভূমিকর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই আর দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই, এক স্থানেই পরিস্থিত করিয়া ছিলেন, এই জন্যই এই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি হইতে তাঁহারা আর্য্য নামে অভিহিত হইলেন। বিশ্ শব্দ হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি। বিশ্ শব্দে প্রজা ও কৃষক। এই সাধারণ ব্যক্তি—বাচক শব্দ হইতে রাজাও ক্ষত্রিয় হইল। পরে অবশিষ্ট এক সম্প্রদায় যাঁহারা কৃষি ও গোরক্ষণ কার্য্যে সুনিপুণ হইয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারাই পরে বৈশ্য নামে খ্যাত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক শত্রুদ্বারা বেষ্টিত থাকা প্রযুক্ত আর্য্য দিগের বহির্বাণিজ্য আদৌ ছিল না। পরে বৈশ্য জাতিকে ভগবান মনু গোপ গোপতি ও গোস্বামি পদবী প্রদান করিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি এক্ষণে বণিক নামে বিখ্যাত; বঙ্গদেশে ইহাদিগকে সদ্গোপ কহে। বোধ হয় বঙ্গ সমাজপতিরা মনুর স্মৃতি অনুযায়িক এই জাতিকে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ রাখিবার জন্যই গোপ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে মনুর স্মৃতি এদেশের ন্যায়

প্রচলিত নহে, এই জন্যই বোধ হয় সেইস্থানের বৈশ্য জাতি গোপ নাম পরিত্যাগ করিয়া বণিক্ নামে খ্যাত হইয়াছেন।"

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিলে, তর্কবাগীশ মহাশয় সদ্গোপের বৈশ্যত্ব বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। আর তর্কবাগীশ মহাশয়কে জানাইতেছি, কৃষি গো রক্ষা হীনবৃত্তি নহে, যেহেতু মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মদ্বারা জীবিকা না চলিলে কৃষি গো রক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি অনুষ্ঠান করিবেন।

"উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।

কৃষি গো রক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥" মনু ১০। ৮২॥

শ্রীযুক্ত ধ্রুবানন্দ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন। "সদ্গোপ জাতির মধ্যে সুর, নিয়োগী, বিশ্বাস ইহারা বল্লালী কুলীন। রাজা মহেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির বংশোদ্ভবগণ কোঙর কুলীন বলিয়া পরিচয় দেয় এবং ঐ মহেন্দ্রনাথ, বৈদ্যরাজ বল্লাল সেনের নিকট বলেন আমরা আদি হইতে কুলীন, উহাদিগকে কৌলীন্য মর্য্যাদা কে দিলে? কোঙর কুলীনদিগের দাসত্ব করিয়া হাজরারা কিঞ্চিৎ কৌলীন্য পাইয়াছে, যাহাদিগের কৌলীন্য প্রাপ্তির স্থিরতা নাই, তাহারা আবার অধিন ব্যক্তিদিগকে কৌলীন্য প্রদান করিয়াছে কি আশ্চর্য্য! ।"—

খণ্ডন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুস্তকেই প্রমাণ যে, "বৈদ্যরাজ বল্লাল সেন কালিদাস ঘোষকে কৌলীন্য প্রদানে অভিলাষ করিলে, কালিদাস বলেন, মহারাজা মহেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি আমাদিগের কুলীন এবং সর্ব্বাশ্রয়, পূর্ব্ব হইতে উহাঁদিগকে কৌলীন্য সম্মান করিয়া আসিতেছি ইত্যাদি। কিছুদিন পরে উক্ত কালিদাস ঘোষ প্রভৃতির পুত্র পৌত্রগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বৈদ্যরাজ বল্লালসেনের অধিকারে বাস করায় তাঁহাদিগের মধ্যে, সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাসকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন।" ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সুর, নিয়োগী ও বিশ্বাস কুলীন হইবার পূর্ব্বে, উহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে, কোঙর কুলীনদিগকে কৌলীন্য সম্মানে পূজা করিয়াছেন।

কৌলীন্য প্রথা চিরকাল প্রচলিত আছে, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এই। পাটলিপুত্র নগরে, মগধ সিংহাসনে নন্দরাজার বংশোদ্ভব

মহানন্দ নামে রাজা অধিরূঢ় ছিলেন। ঐ মহানন্দের আট পুত্র, তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক রাজ্য বঞ্চিত হইয়া সুপণ্ডিত চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে তাঁহাদিগকে জয় করিয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। মন্ত্রী চাণক্য বিখ্যাত পণ্ডিত, তিনি রাজনীতি প্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উপদেশপূর্ণ শ্লোক সকল চাণক্য শ্লোকনামে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রে প্রসিদ্ধ আছে। খৃষ্টের কিঞ্চিদূন তিনশত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন। এক্ষণে খৃষ্টাব্দ ১৮৯০ ইহার তিনশত বৎসর পূর্ব্ব ধরিলে কিঞ্চিদূন বাইশশত বৎসর হইল চাণক্য পণ্ডিতের সময়, সেই চাণক্যের শ্লোকে পাওয়া যায় যথা।—

"কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি॥
কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রোজ্ঞ দৈবতর প্রপূজ্যতে॥"

ঐ শ্লোক দুইটীর মর্ম্মানুসারে বিবেচনা হইতেছে যে, চাণাক্যের পূর্ব্ব হইতে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত। আর মহাভারতের আদিপর্ব্বে পাওয়া যায় যে, ভীষ্মদেব মদ্ররাজ শল্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ভগ্নী মাদ্রীর সহিতপাণ্ডুর উদ্বাহের কথা উত্থাপন করায়, শল্যরাজা কহিয়াছিলেন, "আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের সহিত মদীয় ভগ্নীর বিবাহ হইবে তাহা আমার সৌভাগ্য, কিন্তু আমি নির্ধন জন্য বলিনাই, আমাদিগের কৌলীন্য প্রথা আছে এই যে, কুলমর্য্যাদা স্বরূপ সপ্তকুম্ভ স্বর্ণ লইয়া কন্যাদান করিয়া থাকি, পিতৃ পুরুষগণ এইরূপ করিয়া গিয়াছেন।" শল্যের বাক্যে ভীষ্মদেব স্বর্ণাদি কুল-মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। আরও জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে। যুধিষ্ঠির কহিলেন "মহাভাগ! অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কি পরিমাণ দক্ষিণা ও কি প্রকার অশ্বের প্রয়োজন হইবে, তাহা আমাকে বলুন।" ব্যাস কহিলেন "রাজন! যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন দিবসে বেদশাস্ত্রার্থ বিশারদ বিংশতি সহস্র কুলীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইবে। তাঁহা-দের প্রত্যেককে সুবর্ণ সহিত এক এক রথ, এক একটী হস্তী, এক একটী ঘোটক, সহস্র গাভী বহুমূল্য রত্নপ্রস্থ, এক এক ভার কাঞ্চন দক্ষিণা দিতে হইবে।" এই সকল প্রমাণে এবং নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান

হইতেছে যে পূর্ব্ব হইতে কৌলীন্য প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বল্লাল সেনের অধিকার ন্যূনাধিক ছয়শত বৎসর হইবে। তিনি স্বীয় অধিকার সময়ে এতদ্দেশে অধিকাংশ কুলীন স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত নহেন তাঁহারা জানেন যে বৈদ্যরাজ বল্লাল সেনই কুলীনের সৃষ্টিকর্ত্তা।

"শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্ত্তৌ চ বালবৃদ্ধাব কিঞ্চনং।
মহাকুলীন মার্য্যঞ্চ রাজাসং পূজয়েৎসদা।" মনু ৮ অধ্যায় ৩৯৫ শ্লোক॥
"বিবাদ কলহ ক্ষুব্ধাঃ কেশ বেশ বিভূষণাং।
কলৌ কুলীনা ধনীনঃ পূজ্যাবাঞ্ছিকা নরাঃ।" কল্কি পুরাণ।

কোঙর কুলীনদিগের নিকট হাজরারা সামান্য দাস ছিলেন না। রাজা মহেন্দ্রনাথ রায় ও রাজা কনকেশ্বর রায় এবং রাজা সিয়রসিংহ রায়ের নিকট দেওয়ানি কেহবা সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই কোঙর কুলীনগণ রাজ সন্তান।

তাহার প্রমাণ।—

"পরশুরাম পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয় বিনাশ করাতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়স্থানীয় হইয়া প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন করেন। পরশুরাম অবশেষে অর্থাৎ একবিংশতি বারে রাজা ও রাজন্যবর্গকে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বিবেচনা না করিয়া ক্ষত্রিয় বোধে সমস্ত নিঃশেষ করেন। তৎকালে কতকগুলি রাজ-কুমার দৈবনিবন্ধন রক্ষিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কেহ বা ভল্লুকপদে রক্ষিত হইয়া, ভল্লুকপদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কেহবা গোষ্ঠে গোবৎস দ্বারা রক্ষিত হইয়া বৎস এবং মহারাজ শিবির পুত্র গোগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গোপ-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তদবধি এই বংশকে কুমার গোপ কহে।"

"মহারাজ প্রতর্দ্দণের পুত্র বৎস রাজা গোবৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হন বলিয়া গোপ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং কন্‌কনা দেশের অধিপতি ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম কন্‌কনানাথ ইতর ভাষায় কাঁকশা বলে।"

"পৌরবগণের জ্ঞাতি রাজা বিদুরথের পুত্র ঋক্ষবান পর্ব্বতে ভল্লুক-দিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া, এই বংশধরদিগকে ভল্লুকপদ, ইতর ভাষায় ভাল্‌কো বলিয়া থাকে।"

"শিবি রাজার পুত্র গো সমূহের প্রযত্নে রক্ষিত হন, এই শিবি রাজার বংশোদ্ভব শিবাদিত্য সিংহের সময় হইতে, এই বংশকে শিউরে কুলীন কহে।"

"ইহারা মহর্ষি কশ্যপ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া সকলের কাশ্যপ গোত্র হইয়াছে।"

এই সকল বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয় গ্রন্থে প্রদর্শিত আছে।

শেষ কথা।

সকল কায়স্থকে বলিতেছি না (যে হেতু দেব-দ্বিজ-পরায়ণ এবং আপ-নাদিগকে শূদ্র ও দাস বলিয়া জানেন, এমন কায়স্থ অনেক আছেন) যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে "হঠাৎ-ক্ষত্রিয়" বলা যাইতে পারে।

প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত।